কৃষি মন্ত্রণালয়ে কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০২-২০০৩

১. সংক্ষিপ্ত-সার

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ পল্লী এলাকায় বসবাস করে এবং তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির বিভিন্ন উপখাতের যথাঃ- ফসল, মৎস্য, পশু সম্পদ ও বন এর সমন্বিত অবদান প্রায় শতকরা ২৩.৪৬ ভাগ এবং এককভাবে ফসল উপখাতের অবদান প্রায় ১৩.৪৪ ভাগ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩)। এছাড়া দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৬২.৩০ ভাগ কৃষি খাতে নিয়োজিত। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি, গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য কৃষি খাতের ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি খাতের উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিগত অর্থ বছরে অর্থাৎ ২০০২-২০০৩ সালে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত কর্মকান্ড ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কতিপয় তথ্য সকলের কাছে তুলে ধরার জন্য অত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। পাঠকের সুবিধার্থে গোটা প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত-সার নিম্নে উপস্থাপিত হলো ঃ

জাতীয় কৃষি নীতি ঃ জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি খাতের উন্নয়ন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এ খাতে সর্বাধিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে ফসল উৎপাদন, বীজ, সার, ক্ষুদ্র সেচ, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি বিপণন, ভূমি ব্যবহার, কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কৃষি ঋণ, কৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাসমুহ অন্তর্ভুক্তকরতঃ জাতীয় কৃষিনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দানাদার খাদ্য উৎপাদনসহ সব ধরণের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সবার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও কৃষকদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কৃষিনীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন ও কৃষিখাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ে ৭টি অনুবিভাগ, ১২টি অধিশাখা ও ৩৩টি শাখা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ২০৭ জন। একজন সচিব, দু'জন অতিরিক্ত সচিবসহ ৬৪ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ৪৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ৫৮ জন তৃতীয় শ্রেণীর ও ৩৭ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি ঃ বাংলাদেশ সরকারের কর্মবন্টন অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী হচ্ছে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়ন, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ, মৃত্তিকা জরিপ, কৃষি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির মান নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ, বিভিন্ন প্রকার শস্য ও সবজি ও ফল চাষের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, কৃষি পণ্যের বিপণন, কৃষি ঋণ, কৃষি পুনর্বাসন, বীজ ও সার সরবরাহ এবং ক্ষুদ্রসেচের ব্যবস্থাকরণ, কৃষি উপকরণ সংগ্রহ, স্থাপন, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান। তবে পরবর্তীতে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কৃষি শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরাসরি সম্পাদিত কার্যক্রম ঃ কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরাসরি সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে প্লান্ট ভ্যারাইটি এন্ড ফার্মারস্ রাইট প্রটেকশন এ্যাক্ট এর খসড়া প্রণয়ন, জাতীয় বীজনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন, বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ ও বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ এবং উদ্ভিদ সংগ নিরোধ বিধিমালা, ১৯৯৬ তে যেসব অসংগতি রয়েছে তা দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ, জাতীয় কৃষি নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্ল্যান অব এ্যাকশন প্রণয়ন, জাতীয় কৃষি কমিটি পুনর্গঠন, জৈব-প্রযুক্তি/ জৈব নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি মধ্য মেয়াদী নীতি ও কৌশল সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন, আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দু'কোটি নব্বই লক্ষ টন খাদ্য শস্য (চাল ও গম) উৎপাদনে উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কারিগরী টাস্কফোর্স গঠন, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ২০০৩-২০০৪ সভার জন্য মেমোরান্ডাম প্রণয়ন, কৃষি কমিশন প্রণীত সুপারিশ ও মতামতসমূহ পর্যালোচনা, ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজী ফর ইকোনমিক গ্রোথ, প্রভার্টি রিডাকশন এন্ড সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক দলিল প্রনয়ন, ডব্লিউ টি ও সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন, এসকাপ এর সভায় আলোচনার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ, স্পেশাল প্রোগ্রাম ফর ফুড সিকিউরিটি এর আওতায় চুক্তি স্বাক্ষর, রিজিওনাল ডাটা একচেঞ্জ সিস্টেম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এফএও এর সাথে একযোগে কার্যক্রম গ্রহণ, জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বীজ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরুকরণ।

সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন হরটেক্স ফাউন্ডেশনসহ মোট ১৬টি দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থা রয়েছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে উক্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড নীচে পর্যায়ক্রমে উদ্বৃত করা হলো ঃ

ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ঃ এ অধিদপ্তর কর্তৃক ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শস্য সংরক্ষণে আইপিএম পদ্ধতি চালু, প্রায় ৫০,০০০ টন বীজ উৎপাদন এবং ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ সুরক্ষা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং আয় বৃদ্ধিতে ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষীদের মধ্যে ৭১টি নার্সারির মাধ্যমে সারা বছর চারা ও কলম বিতরণ করা হয়েছে। ২০০২-২০০৩ সালে দেশে ২৬৬.৯৪ লক্ষ মেঃটন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ডিএই'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

খ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ঃ ফসল সাব-সেক্টরে মোট ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ১২০০ একর এলাকায় সেচ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া ১টি নার্সারি কেন্দ্র ও ১টি এএসসি এর মাধ্যমে খোলা বাজারে বিক্রির জন্য চারা, গুটি কলম, শাক-সবজি ও ফলমূল সরবরাহ করা হয়েছে। ২টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও ৩টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। বোরণ ঘাটতি পূরণের জন্য সার সরবরাহ করা হয়েছে। ৬০টি টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১,২০০টি গভীর নলকুপ পুনর্বাসন ও ৬০ হাজার একর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

গ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক) ঃ সংস্থাটি ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও বসত ভিটায় সবজি উৎপাদন বিষয়ক এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্র ও পিইটিআরআরএ এর সহায়তায় তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ছাড়াও বায়োটেকনোলজির ব্যাবহার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

ঘ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ঃ বিভিন্ন ফসলের উন্নতজাত উদ্ভাবন, বালাই নাশক বাছাই, জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার, মাটির উর্বরা শক্তির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মাটিতে ও খাদ্য শস্যে আর্সেনিকের পরিমান নিরূপন এবং ফসলের সংগ্রহোত্তর প্রসেসিং ও গুদামজাতকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা চালানো হয়েছে। এছাড়া ভুট্টার ৪টি, কাউনের ২টি, তিল, সরিষা ও সয়াবিনের প্রতিটির ১টি করে, ফলের ৩টি এবং ফুলের ৩টি জাতসহ বিভিন্ন ফসলের ১৪টি উফসী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ঙ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ঃ সংস্থাটি আমন মৌসুমে সমুদ্র উপকুলীয় লবনাক্ত এলাকায় চাষ উপযোগী ব্রি-ধান ৪০ ও ব্রি-ধান ৪১ নামক ২টি উচ্চ ফলনশীল জাত চূড়ান্তভাবে অবমুক্ত করেছে। ব্রি হাইব্রিড ধান উদ্ভাবন প্রক্রিয়া চুড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়া ছাড়াও সুপার রাইস এর অগ্রগামী কৌলিক সারি সনাক্ত করেছে। জোয়ারভাটা প্রবণ এলাকায়

চাষাবাদের জন্য অগ্রগামী কৌলিক সারি বিআর ৬১১০-১০-১-২ সনাক্ত করেছে। এছাড়া সংস্থাটি ধান উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, অনিষ্টকারী পোকা, বালাই দমন ব্যবস্থাপনা, কৃষি যন্ত্রপাতি জনপ্রিয়করণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

চ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) ঃ অধিক ফলনশীল ও-৭২ নামে তোষা পাটের একটি নতুন জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া নীলরং এর বীজ বিশিষ্ট দেশী পাটের একটি নতুন জাত অবমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাসমূহ চুড়ান্ত পর্যায়ে আনা হয়েছে। পাটের সাথে অন্যান্য প্রাকৃতিক/ কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রণে সুতা তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ছ) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ঃ সংস্থাটি উন্নতমানের অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবণ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চালিয়েছে। এছাড়া এ ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত জাত যথাক্রমে বিনা পাট শাখ-১, বিনা তিল-১, বিনা সরিষা-৫, ও বিনা সরিষা-৬ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে।

জ) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) ঃ ঈশ্বরদী-৩২ এবং ঈশ্বরদী-৩৩ ও ঈশ্বরদী-৩৪ নামক তিনটি জাত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছে।

ঝ) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) ঃ সংস্থাটি ৫৪৮.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পসমূহের আওতায় ৪২১টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ৩০৬টি সেচের পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ, ২৫০টি গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়ন, ৫.১৬ লক্ষ বৃক্ষরোপন, ৩৭ কিঃ মিঃ সড়ক নির্মাণ, ৩৭৫ কিঃ মিঃ সড়ক মেরামত, ১২টি গভীর নলকূপ থেকে খাবার পানি সরবরাহ, ৫০টি খাস মজা পুকুর পুরঃ খনন, ৮.৮০ কিঃ মিঃ খাস খাল/ খাড়ি পুনঃ খনন, ৮টি ক্রস ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম বরেন্দ্র অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থা এবং পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। সেচকৃত জমির পরিমান ১৩% থেকে ৩৮.৮৬% এ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফসলের নিবিড়তা ১১৭% থেকে ১৭৪.৬৪% এ উন্নীত হয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে আলোচ্য সময়ে অতিরিক্ত প্রায় ১১ লক্ষ মেঃ টন খাদ্য উৎপন্ন হয়েছে।

ঞ) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) ঃ ৪৫৯টি নির্দেশিকা মুদ্রণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন, ২০টি জেলার মোট ৪০টি পরিবীক্ষণ সাইটের ফসল, ফসল বিন্যাস, লবনাক্ত মৃত্তিকা ও কৃষিতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত, ১১টি উপজেলার ভুমি ব্যবহার মানচিত্র নবায়ন, ৪টি উপজেলার মৃত্তিকার বহন ক্ষমতার বিষয়ে প্রতিবেদন, গবেষণাগারসমূহে সর্বমোট ১৬,৮৯১টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ, ৯১৬ জন কৃষকের জমির মাটি পরীক্ষাপূর্বক মাটির স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ, ৪৮টি উপজেলার কৃষি জমির ১,৫০০টি মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণ ও ফসল বিন্যাস ভিত্তিক সার সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ট) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) ঃ ৫৯টি গুদামকে শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০টি নতুন বাজার উন্নয়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি বাজারের নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।

ঠ) কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) ঃ এ সংস্থা মাসিক কৃষি কথা, সম্প্রসারণ বার্তা ও কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য ফোল্ডার, বুকলেট, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। ২০০২-২০০৩ সাল পর্যন্ত কৃষি তথ্য সার্ভিস শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৮৩% ভাগ।

ড) তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি) ঃ উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য মোট ৩৫টি গবেষণা/ ট্রায়াল পরিচালনা করা হয়েছে। উন্নত জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ভিয়েতনাম থেকে ৩টি এবং কিরগীস্থান থেকে ৫টি নতুন জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বিসি-০৩৯৭ নামক লাইনটি সিবি-১০ নামের জাত হিসেবে আবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। বোর্ডের অধীনস্থ ১৩টি জোনে মোট ৪৭,৬০০ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ৭৮,৭০০ বেল আঁশতুলা উৎপাদন করা হয়েছে। বোর্ডের খামারসমূহে ২ মেঃ টন ভিত্তিবীজ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে ১৫২ মেঃ টন মানসম্পন্ন বীজসহ ১৯০ মেঃ টন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।

ঢ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ) ঃ সংস্থা কর্তৃক এ সময়ে ধান, গম, আলু ও পাট বীজ (মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর) ফসলের সরকারী পর্যায়ে ২৮০৪.৫১ হেক্টর এবং বেসরকারী পর্যায়ে ৪৪৫.৪৭ হেক্টর প্রত্যয়ন করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের ধান বীজ (আউশ, আমন ও বোরো) ফসলের ২৩৮০টি নমুনাসহ গম ও পাটবীজ ফসলের ৪৩৬৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে আমদানীকৃত ধান, পাট ও শাকসবজিসহ অন্যান্য বীজ ফসলের ১৭৫টি নমুনা আলোচ্য বছরে পরীক্ষা করা হয়। আইএসটিএ কর্তৃক প্রেরিত কিছু রেফারি নমুনাও এ সময়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে পাটের ৩টি, ধানের ৭টি, আলুর ২টি, গমের ৭টি এবং বোরো ধানের ২টি প্রার্থীত জাতের ডিইউএস টেস্ট সম্পন্ন করা হয়।

ণ) বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড (বাফমাউব) ঃ এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক অব ফুড এন্ড নিউট্রিশন ও এফএও'র সাথে বোর্ড যৌথ উদ্যোগে কাজ করার ফলে আঞ্চলিক পর্যায়ে এফআইভিআইএমএস সংক্রান্ত আমব্রেলা প্রজেক্ট ও এর আওতায় দেশে এফআইডিআইএমএস সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

ত) হরটেক্স ফাউন্ডেশন ঃ ৩৮৯ মেঃ টন উচ্চ মূল্যের উদ্যান ফসল ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও দঃ পুঃ এশিয়ায় রপ্তানী করা হয়েছে। ২৫ হেক্টর জমিতে ৯৫৬ জন চুক্তি ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উক্ত রপ্তানীজাত পণ্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

২. জাতীয় কৃষিনীতি

জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে দেশকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কৃষি খাতের উন্নয়ন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শস্য উপখাত, পশুসম্পদ উপখাত ও বনজসম্পদ উপখাত কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। শস্য উপখাত কৃষি খাতের সর্ববৃহৎ ক্ষেত্র। বর্তমানে মৎস্য উপখাতকে কৃষি বহির্ভূত আলাদা উন্নয়ন খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা ইতোপূর্বে কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষি মন্ত্রণালয় শস্য উপখাতের সার্বিক উন্নয়নে নিয়োজিত। এ লক্ষ্যে সরকার এপ্রিল, ১৯৯৯ এ জাতীয় কৃষিনীতি গ্রহণ করেছে এবং এ নীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা (Plan of Action) অনুমোদন করেছে। জাতীয় কৃষিনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দানাদার খাদ্য উৎপাদনসহ সকল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতিকে খাদ্যে স্বনির্ভর করে তোলা এবং সবার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও কৃষকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কৃষিকে জীবন ধারণের (Subsistence level) পর্যায় হতে বণিজ্যিক ভিত্তিতে (Commercialization) দাঁড় করানোর লক্ষ্যে জাতীয় কৃষিনীতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে উন্নয়ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ ক্ষেত্রসমূহ হলো ফসল উৎপাদন, বীজ, সার, ক্ষুদ্র সেচ, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি বিপণন, ভূমি ব্যবহার, কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কৃষি ঋণ, কৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রে গৃহীত জাতীয় কৃষিনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) জাতীয় কৃষিনীতি অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু ফসল উৎপাদন নীতির অন্যতম লক্ষ্য খাদ্যে পুষ্টি উপাদান নিশ্চিত করার জন্য শস্য বহুমুখীকরণ। অর্থাৎ ধান এর পাশাপাশি আলু, ডাল, তৈলবীজ, শাক-সবজি, ফলমূল ও মসলা ফসলের আবাদ বৃদ্ধিকরণ। এছাড়া একই জমিতে প্রধান ফসলের সাথে সাথী ফসল হিসেবে অন্যান্য ফসল চাষের উদ্যোগ নিয়ে জমির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) কৃষকের নিকট কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) এবং অন্যান্য সুবিধা (কৃষি যন্ত্রের সরবরাহ, সেচ সুবিধা, ঋণ সুবিধা, সম্প্রসারণ সেবা ইত্যাদি) সহজলভ্য করার নিমিত্তে এ সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে জাতীয় কৃষিনীতিতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বীজ ব্যবস্থাপনা ও কৃষি সম্প্রসারণ সেবা শক্তিশালীকরণের জন্য সরকার জাতীয় বীজ উৎপাদন, বীজ বর্ধণ (Seed Multiplication) ও সংশ্লিষ্ট খামার ভিত্তিক কার্যক্রমকে শিল্প হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। জাতীয় কৃষিনীতি অনুযায়ী বীজ শিল্প বিকাশের জন্য এই নীতি অব্যাহত থাকবে এবং যথাযথ সরকারী সহায়তা দেয়া হবে।

(গ) রাসায়নিক ও জৈব সারের সমন্বয়ে সুষম সার ব্যবহারের জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ, প্রদর্শন, প্রচার ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হবে। ফসল উৎপাদনে জৈব ও জীবাণু সার ব্যবহার এবং

কমপোস্ট তৈরী ও ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। মাটি ও পরিবেশের জন্য উৎপাদন, আমদানী, বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা যাবে।

(ঘ) কৃষকের উৎপাদন খরচ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সেচ ব্যবস্থাধীন এলাকায় সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও উন্নত মানের সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচের খরচ কমানোর প্রচেষ্টা নেয়া হবে। সেচ সুবিধা সম্প্রাসরণের লক্ষ্যে সেচ যন্ত্রপাতির উদার আমদানী নীতি অব্যাহত রাখা হবে। সার্বিক সেচ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে জাতীয় পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে কৃষকের ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়ানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সেচ কাজের জন্য ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অতি তীব্র খরা পীড়িত এলাকায় রোপা আমান মৌসুমে সেচ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এবং বিদ্যুৎ চালিত সেচের খরচ কম ও দক্ষতা বেশী বিধায় সেচ যন্ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার উৎসাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঙ) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হবে রোগ-বালাই দমনের মূল নীতি। সমন্বিত বালাই দমন নীতি সরকার ইতোমধ্যে চালু করেছে। তদানুযায়ী কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জৈবিক দমন পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্ষতিকর পোকা-মাকড় দমন এবং উপকারী পোকা-মাকড় সংরক্ষণ করা হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত এবং পর্যায়ক্রমে তা নিষিদ্ধ করা হবে।

(চ) কৃষি কাজে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য কৃষকদের এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদকদের ঋণ সুবিধা দেয়া হবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কাজে নিযুক্ত কারখানাসমূহকে কাঁচামাল আমাদানীর জন্য এবং উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে কর/ শুল্ক রেয়াত প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

(ছ) সরকার জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS) কে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করবে এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষকের নিকট পৌঁছানোর জন্য সম্প্রসারণ সেবার মান বৃদ্ধি করবে এবং সেবার পরিধি বিস্তৃতি করবে।

(জ) দেশে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান এবং ভোক্তাগণ যাতে উপযুক্ত মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারেন যে লক্ষ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সুষ্ঠু বিপণন কাঠামো গড়ে তোলা হবে।

(ঝ) কৃষিনীতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্য কৃষি ঋণ প্রদানের সকল পর্যায়ে, অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে এবং থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হবে। এছাড়া কৃষি ঋণ সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ক্রমবর্ধমান হারে ব্যাংক ঋণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

(ঞ) যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য সরকার আপৎকালীন সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করবে এবং প্রতিকুল আবহাওয়া সম্পর্কে কৃষকদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে পূর্ব-সতকীকরণ ব্যবস্থা (Early Warning System) জোরদার করা হবে।

(ট) অনুমোদিত জাতীয় পরিবেশ ও পানি নীতির আলোকে ফসল উৎপাদনের নীতি বাস্-বায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনাপূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

(ঠ) কৃষি কাজে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে ও মূলধনী সহায়তা প্রদান করা হবে। ফসল তোলার পরবর্তী কর্মকান্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, নার্সারী ব্যবসা, পাটের আঁশ ছাড়ানো, সব্জি উৎপাদন, গৃহাংগন কৃষি, ফুলের চাষ, কৃষি ভিত্তিক কুটির শিল্প পরিচালনা ইত্যাদি কাজে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

(ড) নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তির লক্ষ্যে ডাটা বেজ গড়ে তোলার জন্য জাতীয় কৃষিনীতির আওতায় সরকার উপযুক্ত ভৌত সুযোগ-সুবিধা, তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ, কম্পিউটার সুবিধা প্রদান, দক্ষ জনবল গড়ে তোলা, তথ্য বিনিময়, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

কৃষি মন্ত্রণালয় ১টি বিভাগ নিয়ে গঠিত। এর আওতায় প্রশাসন ও উপকরণ, পলিসি প্লানিং এন্ড কো-অর্ডিনেশন (পিপিসি), সম্প্রসারণ, গবেষণা, শিক্ষা ও অডিট, পরিকল্পনা এবং বীজ শিরোনামে মোট ৭টি অনুবিভাগ রয়েছে। অনুবিভাগসমূহের অধীনে ১২ টি অধিশাখা ও ৩৩ টি শাখা রয়েছে। মোট জনবল ২০৭ এর মধ্যে ৬৪ জন প্রথম শ্রেণীর, ৪৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর, ৫৮ জন তৃতীয় শ্রেণীর ও ৩৭ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সারণী-১ এ তুলে ধরা হলো এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উইং বা অনুবিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

(১) প্রশাসন ও উপকরণ অনুবিভাগ

(ক) অতিরিক্ত সচিব	-	১ জন
(খ) উপ-সচিব	-	৩ জন
(গ) উপ-প্রধান (এইআর)	-	১ জন
(ঘ) সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব	-	৭ জন (শাখা-৫, শাখা-৬, শাখা-৭, শাখা-৮, শাখা-১০, শাখা-১২ ও শাখা-১৯)

(ঙ) কৃষি অর্থনীতিবিদ	-	১ জন
(চ) লাইব্রেরীয়ান	-	১ জন
(ছ) গবেষণা কর্মকর্তা	-	২ জন
(জ) পরিদর্শন কর্মকর্তা	-	১ জন
(ঝ) পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	-	১ জন
(ঞ) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	-	১ জন

(২) পিপিসি অনুবিভাগ

(ক) অতিরিক্ত সচিব	-	১ জন
(খ) উপ-সচিব	-	১ জন
(গ) উপ-প্রধান	-	১ জন
(ঘ) সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব	-	৩ জন (শাখা-১৩, শাখা-১৪, শাখা-১৫)
(ঙ) সহকারী প্রধান/ সিনিয়র সহকারী প্রধান	-	৫ জন (নীতি-১, নীতি-২, নীতি-৩, নীতি-৪, নীতি-৫)

(৩) সম্প্রসারণ অনুবিভাগ

(ক) যুগ্ম-সচিব	-	১ জন
(খ) উপ-সচিব	-	১ জন
(গ) সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব	-	৩ জন (শাখা-১, শাখা-২, শাখা-১৭)

(৪) কৃষি গবেষণা অনুবিভাগ

(ক) যুগ্ম-সচিব	-	১ জন
(খ) উপ-সচিব	-	১ জন
(গ) সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব	-	৩ জন (শাখা-৩, শাখা-৪, শাখা-১৬)

(৫) শিক্ষা ও অডিট অনুবিভাগ

(ক) যুগ্ম-সচিব	-	১ জন

(খ) উপ-সচিব - ১ জন

(গ) সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব - ২ জন (শাখা-৯, শাখা-১১)

(৬) পরিকল্পনা অনুবিভাগ

(ক) যুগ্ম-প্রধান - ১ জন

(খ) উপ- প্রধান - ১ জন

(গ) সহকারী প্রধান / সিনিয়র সহকারী প্রধান - ৯ জন (পরি-১, পরি-২, পরি-৩, পরি-৪, পরি-৫, পরি-৬, পরি-৭, পরি-৮, পরি-৯)

(৭) বীজ অনুবিভাগ

(ক) মহা-পরিচালক - ১ জন

(খ) প্রধান বীজতত্ত্ববিদ - ১ জন

(গ) সহকারী বীজতত্ত্ববিদ - ২ জন (শাখা-১, শাখা-২)

৪। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি ঃ

ক. সার্বিক কার্যপরিধি

বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, ১৯৯৬ এর Schedule-1 এ দেখানো “ Allocation of Business among different Ministries and Divisions” -মোতাবেক কৃষি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়ন

১. কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ

২. মৃত্তিকা জরিপ

৩. কৃষি সরঞ্জাম ও যন্ পাতির মান নিয়ন্ত্রণ

৪. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমুহের সাথে যোগাযোগ

৫. ধান, গম, পাট, তুলা, তামাক, সবজি, ফল ইত্যাদি চাষের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন

৬. কৃষি পণ্যের বিপণন

৭. কৃষি ঋণ

৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সহায়তা প্রদান ও পুনর্বাসন

৯. কৃষিবিদ এসোসিয়েশনস্ এবং কৃষি সমবায়

১০. পরিকল্পিতভাবে বীজ, সার সরবরাহ ও ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থাকরণ

১১. টিউবওয়েল, পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের সংগ্রহ, স্থাপন, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

১২. বীজের উৎপাদন ও সংরক্ষণ

১৩. সেচের লক্ষ্যে জরিপ পরিচালনা

১৪. কৃষি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আমদানী, ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ

১৫. শস্য সংরক্ষণ

১৬. মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রশাসনিক বিষয় ও অন্যান্য বিষয়ের তদারকী

১৭. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমুহের সাথে লিয়াজোঁ এবং অন্যান্য দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

১৮. বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের প্রশাসনিক কার্যাবলী

১৯. সংশ্লিষ্ট সকল আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন

২০. মন্ত্রণালয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট যে কোন কর্মকান্ড পরিদর্শন ও পরিসংখ্যান সংরক্ষণ

২১. আদালতের ফি ব্যতীত মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ত ফি আদায়

২২. কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান

পরবর্তীতে সরকার কর্তক কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

খ. অনুবিভাগভিত্তিক কার্যপরিধি

(১) প্রশাসন ও উপকরণ অনুবিভাগ ঃ উপকরণ ও প্রশাসন এর কার্যক্রম প্রশাসন, উপকরণ-১ এবং উপকরণ-২ অধিশাখাসমুহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। প্রশাসন অধিশাখা অন্যান্যের মধ্যে সাধারণ প্রশাসন, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, প্রটৌকল, জাতীয় সংসদ সংক্রান্তকার্যাবলী, অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃ সংস্থা সমন্বয় সাধন, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, অনুন্নয়ন বাজেট প্রাক্কলন, অর্থ ছাড়, সেবামুলক কার্যাবলী, বার্ষিক ও অন্যান্য প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদি কার্যাবলী নির্বাহ করে। উপকরণ-১ অধিশাখা সার ও কীটনাশক বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, নতুন সারের মান নির্ধারণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান, সার উৎপাদন, সংগ্রহ, বিপণন, বিতরণ ও এর মুল্য পরিস্থিতি মনিটারিং, এগ্রোবেইজড ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট (এটিডিপি-২) প্রকল্প সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জন্য প্রণীত কৃষি পুনর্বাসন কর্মসুচী বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড় ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে। উপকরণ-২ অধিশাখা বিএডিসি এবং বিএমডিএ'র কার্যাবলী সমন্বয় সাধন, প্রকল্পসমুহের অর্থ ছাড়করণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন করে।

(২) পলিসি প্লানিং ও সমন্বয় (পিপিসি) অনুবিভাগঃপিপিসি অনুবিভাগ হতে কৃষি বিষয়ক সকল নীতি নির্ধারণ, স্থানীয়ভাবে পরিচালিত নীতি নির্ধারণী জরিপ ও সমীক্ষার ভিত্তিতে কৃষি সংক্রান্ত প্রকল্প চিহ্নিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ ও সমন্বয় সাধন, কৃষি নীতি প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পঞ্চবার্ষিকী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এছাড়া উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে স্মারকপত্র তৈরী করা হয়ে থাকে এবং আমদানি-রপ্তানী নীতিমালাসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত/প্রণীতব্য নীতিমালার উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়।

(৩) সম্প্রসারণ অনুবিভাগঃ সম্প্রসারণ অনুবিভাগ হতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সংস্থা ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রশাসনিক, আর্থিক, এবং কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। এছাড়া বিসিএস (কৃষি-সম্প্রসারণ), বিসিএস (কৃষি-মৃত্তিকা সম্পদ), বিসিএস (কৃষি-বিপণন) ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে করণীয় কার্যাদি, ফলজ বৃক্ষ পালন সংক্রান্ত কার্যাদি এবং জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কৃমিটির সভায় গৃহীত কৃষি বিষয়ক সিদ্ধান্ত সমুহের উপর পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাদিও এ অনুবিভাগ থেকে সম্স্লাদিত হয়ে থাকে।

(৪) কৃষি গবেষণা অনুবিভাগঃ কৃষি গবেষণা অনুবিভাগ হতে কৃষি গবেষণামুলক প্রতিষ্ঠানসমুহের (বার্ক, বারি, বিজেআরই, ব্রি, বিনা, সিডিবি, বাফমাউব ও ইক্ষু গবেষণা) প্রশাসনিক, আর্থিক, কতিপয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও মুল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে। এছাড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমুহের মধ্যে সমন্বয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমুহের মহাপরিচালক এবং বিএআরসি’র নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্য-পরিচালক নিয়োগ এ অনুবিভাগ হতে হয়ে থাকে।

(৫) শিক্ষা ও অডিট অনুভিাগঃ শিক্ষা ও অডিট অনুভিাগ হতে বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থা, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(৬) পরিকল্পনা অনুবিভাগঃ পরিকল্পনা অনুবিভাগ হতে অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, পিসিপি/পিপি প্রক্রিয়াকরণ, কতিপয় প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও যোগাযোগ রক্ষা, প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ণ বিষয়ক কার্যাদি, কৃষি খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচী (এডিপি) ও সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ প্রাক্কলন এবং এডিপি’র বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান বিষয়ক কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(৭) বীজ অনুবিভাগঃ বীজ অনুবিভাগ হতে বীজ সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ও আইন বাস্তবায়ন এবং জাতীয় বীজ বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া নিয়ন্তিত ফসল অর্থাৎ ধান, গম, পাট, আলু ও আখের জাত অবমুক্তকরণ, অনিয়মিত ফসলের বীজের জাত ও বীজ ডিলার নিবন্ধন এবং বীজ শিল্প, বিশেষ করে বেসরকারী পর্যায়ে বীজশিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নও এ অনুবিভাগ হতে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

৫। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০০২-২০০৩ সনের বাজেট বরাদ্দের বিবরণ ঃ

ক. রাজস্ব বাজেট ঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড নং	বিবরণ	বরাদ্দ
১	২	৩
প্রশাসন		
৪৩০১	সচিবালয়	১৪,৯০,৩১
৪৩০৫	স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	৮১,১৩,৩০
৪৩০৬	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৩,৯২
	মোট প্রশাসন	৯৬,৩৭,৫৩
কৃষি কার্যক্রম ঃ		
৪৩৩১	(ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	৪,৬৭,১৬
৪৩৩২	(খ) ফিল্ড সার্ভিস বিভাগ	২০,৪৬,৩৯
৪৩৩৩	(গ) উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগ	২,৬৭,৫৮
৪৩৩৪	(ঘ) অর্থকরী ফসল বিভাগ (তামাক ও পাট)	৩৫,৭৭
৪৩৩৫	(ঙ) খাদ্যশস্য বিভাগ	৯,২২,৫১
৪৩৩৬	(চ) কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	৬,৫৩,২৬
৪৩৩৭	(ছ) উপজেলা কৃষি কার্যালয়	১৭০,২০,৪৫
৪৩৩৮	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	২,২৯,৪৪
৪৩৩৯	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	৭,৬৬,৫৮
৪৩৪১	কৃষি তথ্য সার্ভিস	১,৯৯,৮১
৪৩৪৩	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	৩,০৯,৩৭
৪৩৪৫	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট	৫,৩১,২৯
	মোট কৃষি কার্যক্রম	২৩৪,৪৯,৬১
	মোট কৃষি মন্ত্রণালয়	৩৩০,৮৭,১৪

খ. কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০০২-২০০৩ সনের উন্নয়ন বাজেটের অগ্রগতি প্রতিবেদন ঃ

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ২২টি প্রকল্পসহ (৮টি কারিগরী সহায়তা) মোট ৭৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীতে ৪২৪.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থ ২৮৩.৩৮ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৬৭%) ও প্রকল্প সাহায্য ১৪১.১৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৩৩%)। প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০০৩ পর্যন্ত মোট ব্যয়ের পরিমান ৩৬৮.৬৮ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮৭%), যার মধ্যে বাংলাাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থের পরিমান ২৭২.৬০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৯৬%) ও বৈদোশিক সাহায্যে খরচের পরিমান ৯৬.০৮ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৬৮%)। ২০০২-০৩ অর্থ বছরেরে উন্নয়ন বাজেটের উৎস্য অনুযায়ী বরাদ্দের বিপরীতে অবমুক্তি,ব্যয় ও কম অগ্রগতির কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

(কোটি টাকা)

অর্থায়নের উৎস্য	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের শতকরা হার)	ব্যয় ও ব্যয়ের হার		কম অগ্রগতির প্রধান কারণসমূহ
			ব্যয় (বরাদ্দের শতকরা হার)	ব্যয় (অবমুক্তির শতকরা হার)	
১	২	৩	৪	৫	৬
ক) জিওবি	২৮৩.৩৮	২৭৯.৯২ (৯৯%)	২৭২.৬০ (৯৬%)	২৭২.৬০ (৯৭%)	জিওবি খাতে ১টি নতুন ও ৬টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত হয়নি।
খ) প্রকল্প সাহায্য	১৪১.১৪	১০৫.৮৮ (৭৫%)	৯৬.০৮ (৬৮%)	৯৬.০৮ (৯১%)	কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ‘‘কৃষি ভিত্তিক শিল্প ব্যবসা ও প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)’’ ও ‘‘বীজ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প’’ এর বরাদ্দ পুরাপুরি ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। বীজ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১৫ মাস পরে আরম্ভ হয়েছে। তাছাড়া, ডিএই’র ‘‘কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণ প্রকল্প’’, ‘‘ময়মনসিংহ, জামালপুর ও শেরপু’’র স্মলহোল্ডার উন্নয়ন’’ ও ‘‘নর্থ ওয়েষ্ট ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রকল্পে’’) কনসালটিং ফার্ম/পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব এবং ‘‘বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও বরগুনা স্মলহোল্ডার সাপোর্ট প্রজেক্ট’’ এর ইম্প্রেস্ট হিসাব খোলায় বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্প সাহায্যের অর্থ ব্যবহার কম হয়েছে।
মোট (ক+খ)	৪২৪.৫২	৩৮৫.৮০ (৯১%)	৩৬৮.৬৮ (৮৭%)	৩৬৮.৬৮ (৯৬%)	

২০০২-০৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত গুরুত্বপুর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ ঃ

দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বরেন্দ্র এলাকায় মরুকরণরোধ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নে ব্যাপক বনায়ন ও নার্সারী সম্প্রসারণ, সেচ সুবিধায় খাস ও মজা পুকুর পুনঃখনন, মৎস্য চাষ ও সেচ যন্ত্র বৈদ্যুতিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ইতোমধ্যে ৬,৮০০টি গভীর নলকূপ দ্বারা ১.৫৬ লক্ষ হেক্টর (সেচ যোগ্য জমির ২৭%) জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান সম্ভব হয়েছে। আর ২.৭৭ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনার প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় ১,৫০০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ভু-পরিস্থ পানি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘‘ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে ১০টি রাবার ড্যাম নির্মাণ’’ প্রকল্প, খরাজনিত ফসলহানি রোধকল্পে ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘‘খরা ঝুকিপুর্ণ এলাকায় সম্পুরক সেচ সহায়তার মাধ্যমে রোপা আমন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প’’ বাস্তবায়ন করা হয়। স্বল্প কীটনাশক ব্যবহার করে ফসলের রোগ-বালাই প্রতিরোধ করে অধিক ফলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৪ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ ‘‘উদ্ভিদ সংরক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ’’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের লক্ষ্যে ৬৩ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। চাষী পর্যায়ে উন্নত মানের বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণার্থে এ কার্যক্রমটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও গুনগতমান বৃদ্ধিকল্পে ৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মৃত্তিকা পরীক্ষাগার স্থাপন এবং ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সমন্বিত মৃত্তিকা উর্বরতা ও সার ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন চালু রাখা হয়। সারের গুণগতমান নিশ্চিতকরণার্থে ১০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ সারের গুনগতমান নির্ধারণে পরীক্ষাগার স্থাপন এবং এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায় অধিক ফলন আহরণের লক্ষ্যে কম্পোষ্ট তৈরী, সবুজ সার তৈরী, জীবাণু সার ব্যবহার, মাটির স্বাস্থ্য কার্ড, থানা পর্যায়ে মাটি পরীক্ষাগার স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। তাৎক্ষথিকভাবে মাটি পরীক্ষার জন্য চারটি মোবাইল ভ্যান চালু করা হয়েছে। এছাড়াও গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যা এরই মধ্যে কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অধিকহারে গুটি ইউরিয়া সারের ব্যবহার সুষম সার ব্যবহারকে নিশ্চিত করতে সহায়ক অবদান রাখছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রেখে নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সার্বক্ষণিক মনিটরিং-এর মাধ্যমে এবং সময়োপযোগী নীতি গ্রহণ করে সার, বীজ এবং ডিজেলের মুল্য ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা হয়েছে।

শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচী জোরদার করা হয়েছে। এর ফলে আলু, ডাল, তৈলবীজ ও ভূট্টা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে সহায়ক হবে।

কৃষি বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে ১৯টি পাইকারী বাজারের উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে এবং এফএও'র সহায়তায় ''এগ্রিকালচারাল মার্কেট ইনফরমেশন ইমপ্রুভমেন্ট'' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচেছ। ইফাদ সাহায্যপুষ্ট তিনটি প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় ৬৫ কোটি এবং ৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮টি জেলায় মোট ৫ লক্ষ কৃষক পরিবারের জীবন-মান উন্নয়নসহ এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ করা হয়। অনুরূপভাবে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় বৃহত্তর ফরিদপুর ও বৃহত্তর বরিশাল এলাকার ৮টি জোলায় মোট ৯ লক্ষ কৃষক পরিবারের জীবন-মান উন্নয়নসহ এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে।

বৃহত্তর সিলেটের ৪টি জেলায় কমলা ও আনারসের উন্নয়নসহ ৪৩.৩১ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এতদ্ব্যতিত দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলায় এডিবি সহায়তায় ৩৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে উচচ মুল্যের ফল-মুল ও শাকসজ্জীর চাষ, বাজারজাতকরণ সহ কৃষকের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

৬। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরাসরি সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

ক.প্রশাসনিক ঃ

- **Plant Variety & Farmer's Rights Protection Act ঃ**

ইতোমধ্যে Plant Variety & Farmer's Rights Protection Act এর খসড়া প্রণীত হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় বীজ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক Strategy & Action Plan প্রণয়ন ও উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালার সংশোধনের লক্ষ্যে কাজ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত জাতীয় বীজ নীতির আলোকে বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, বীজ বিধিমালা ১৯৯৮ ও উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা ১৯৬৬ এর মধ্যে যে সকল অসংগতি রয়েছে তা দুরীকরণের লক্ষ্যেও কাজ করা হয়েছে। চলতি ২০০৩ সালের মধ্যেই এ সকল কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

- নব উদ্ভাবিত জাত নিবন্ধন ঃ

কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত নিয়ন্ত্রিত ফসল যথা-ধান, গম. পাট, আলু ও আখের ৬ টি জাত চাষের জন্য ছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া, অনিয়ন্ত্রিত ফসলের ১৪ টি জাতের নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। এ জাতগুলো দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। ৮৩ জন বীজ ডিলারকে নিবন্ধন করা হয়েছে। তাঁরা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে বিশেষ ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

- জাতীয় কৃষি নীতি' বাস্তবায়নের জন্য 'প্ল্যান অব এ্যাকশন' ঃ

সরকার 'জাতীয় কৃষি নীতি' বাস্তবায়নের জন্য 'প্ল্যান অব এ্যাকশন' প্রণয়ন ও অনুমোদন করেছে । উক্ত 'প্ল্যান অব এ্যাকশন' এ আগামী ১০ (দশ) বছরে কৃষি খাতে সুনির্দিষ্ট করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি নির্ভরশীল খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

জাতীয় কৃষি কমিটি পুণর্গঠন ঃ

- জাতীয় কৃষি কমিটি পুণর্গঠনঃ

  জাতীয় কৃষি উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারী, বেসরকারী ও এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন কার্যক্রম সুসংগঠিত মনিটরিং ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কৃষি কমিটি পুণর্গঠন করা হয়েছে। পুণর্গঠিত জাতীয় কৃষি কমিটির প্রথম সভা জানুয়ারী ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি কমিটিগুলি পুণর্গঠনের কাজ এগিয়ে চলছে আশা কর যায় শীঘ্রই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং মাঠ পর্যায়ে অংশিদারিত্বমুলক পদ্ধতিতে কৃষি উন্নয়ন কর্মসুচী প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়া চালু হবে।

- জৈব প্রযুক্তি (Biotechnology)/জৈব-নিরাপত্তা (Bio-safety) সম্পর্কিত কার্যক্রমঃ

  ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমির প্রেক্ষাপটে জরুরী ভিত্তিতে অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জৈব-প্রযুক্তি (Biotechnology) সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম জরুরী ভত্তিতে গ্রহণের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে FAO ও UNDP’র সহায়তা ‘Assessment of Utilization and Potential of Biotechnological Advancement for Agricultural Development in Bangladesh' শীর্ষক একটি সমীক্ষাধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত সুপারিশমালা পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এছাড়া, Bio-safety Guidelines of Bangladesh অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থায় Institutional Bio-Safety Committe গঠন করা হয়েছে। কৃষিখাতে, বিশেষ করে ফসল উপ-খাতে, জৈব-নিরাপত্তা (Bio-safety) সংক্রান্ত সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় FAO ও জাপান সরকারের সহায়তায় ‘Capacity Building for Bio-safety in GM Crops' শীর্ষক একটি Regional Project বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছে।

- **আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি মধ্যমেয়াদী নীতি ও কৌশল সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নঃ**

  কৃষি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি মধ্যমেয়াদী নীতি ও কৌশল সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। তিন বছর মেয়াদী (২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫, ২০০৫-২০০৬) এই প্রতিবেদনে দেশের পল্লী - দারিদ্র্য দুরীকরণে কৃষির ভুমিকা এবং প্রয়োজনীয় কৌশল ও কর্মসুচী সংযোজিত হয়েছে। এ সব কৌশল ও কর্মসুচীর আলোকে গৃহীত প্রকল্পসমুহ বাস্তবায়িত হলে কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে এবং পাশাপাশি পল্লী - দারিদ্র হ্রস পাবে বলে আশা করা যায়। এই প্রতিবেদনে প্রতিফলিত ফসল উপখাতের

অন্যতম উদ্দেশ্যসমুহ হলো - (১) খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন, (২) প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের উৎপাদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অব্যাহত রাখা, (৩) শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসুচীর মাধ্যমে গম, আলু, ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ, ফসল, শাকসবজি ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করা, (৪) কৃষি কাজে নিয়োজিত কর্মী বাহিনীর আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ, (৫) অলাভজনক কৃষি ব্যবস্থাকে লাভজনক কৃষিতে রূপান্তর, (৬) আধুনিক ও যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন, (৭) জৈব প্রযুক্তির (Biotechnology) ব্যবহার, উন্নয়ন ও প্রসার ইত্যাদি। প্রতিবেদনটি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

- **আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দুই কোটি নব্বই লক্ষ টন খাদ্যশস্য (চাল ও গম) উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কারিগরী টাস্কফোর্স গঠন ঃ**

  আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দুই কোটি নব্বই লক্ষ টন খাদ্যশস্য (চাল ও গম) উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি নীতির ভিত্তিতে প্রণীত প্লান অব এ্যাকশনের আলোকে একটি বিস্তারিত এ্যাকশন প্লান প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য কৃষি বিজ্ঞানী/বিশেষজ্ঞ এবং সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে একটি কারিগরী টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই উক্ত টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা সম্ভব হবে এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

- **বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ২০০৩-২০০৪’ সভার জন্য মেমোরেন্ডাম প্রণয়নঃ**

  ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ২০০৩-২০০৪’ সভার মেমোরেন্ডাম প্রণয়নের জন্য কৃষি উন্নয়ন সম্প্লর্কিত তথ্যাদি সংকলন ও সরবরাহ করা হয়েছে।

- **কৃষি কমিশন প্রণীত সুপারিশ ও মতামতসমুহ পর্যালোচনাঃ**

  কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ে অনুসৃত নীতিসমুহ পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য গঠিত কৃষি কমিশন চুড়ান্ত প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছে। কৃষি কমিশন প্রণীত সুপারিশ ও মতামতসমুহ পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব এম কে আনোয়ার এম. পি -কে আহবায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠিত হয়েছে। মন্ত্রি সভা কমিটি এ পর্যন্ত মোট ৭টি সভায় মিলিত হয়ে প্রতিবেদন চুড়ান্ত করেছে। প্রতিবেদন অনুমোদনের লক্ষ্যে শীঘ্রই এ প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হবে।

- **National Strategy for Economic Growth, Poverty Reduction and Social Development** শীর্ষক দলিল প্রণয়ন ঃ

  বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। দারিদ্র্য বিমোচন সরকারের জন্য সর্ব বৃহৎ আর্থসামাজিক চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকার 'National Strategy for Economic Growth, Poverty Reduction and Social Development' শীর্ষক দলিল প্রণয়ন করেছে। এ দলিলে কৃষি খাত বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্তির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য ইতোপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে। এ দলিলে নূতন প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান, বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য কৃষি ঋণ প্রদান, কৃষিভিত্তিক খামার বহির্ভূত (non-farm) কার্যাবলীর সুযোগ বৃদ্ধিকরণ, শস্য বহুমুখীকরণ, কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন এবং এ লক্ষ্যে সরকারের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

- WTO সম্পর্কিত কার্যক্রমঃ

  ক). WTO চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কৃষি খাতে দেয় Domestic Support সংক্রান্ত হাল-নাগাদ Notification বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিকট প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

  খ). WTO এর 'Agreement on Agriculture' এ প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহের উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের অবস্হান সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে।

- ESCAP এর সভায় আলোচনার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ ঃ

  মে, ২০০৩ এ ESCAP এর ৫৯তম সভায় 'Strengthening Social Safety in the Asia Pacific Region' বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। উক্ত সভায় উপস্হাপনের জন্য কৃষি খাত সংশ্লিষ্ট দারিদ্র্য বিমোচন ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশের অবস্হান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

- Special Programme for Food Security (SPFS) এর আওতায় দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা প্রোগ্রাম ঃ

  এ প্রোগ্রামে কৃষি মন্ত্রণালয় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার, গাম্বিয়ান সরকার ও FAO এর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ হতে বিশেষজ্ঞগণ গাম্বিয়ায় পরামর্শক সেবা প্রদান করছেন।

- এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহে খাদ্য এবং কৃষি পরিসংখ্যান বিষয়ে আঞ্চলিক তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়া (Regional Data Exchange System) শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় FAO এর সাথে একযোগে কাজ করছে।

- জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প (এন এন পি) -১ এর আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অংশ হিসেবে 'পুষ্টি বাগানের মাধ্যমে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত খসড়া ''জাতীয় জনসংখ্যা নীতি -২০০৩'', বস্ত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত খসড়া 'বাংলাদেশ রেশম নীতি-২০০৩' এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'কপিরাইট আইন-২০০০' এ আনীত সংশোধনী প্রস্তাবের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- Bangladesh Development Policy Review ঃ
  বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রণীত 'Bangladesh Development Policy Review' সংক্রান্ত খসড়া দলিল চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে এ বিষয়ে কৃষি নীতির আলোকে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কিত প্রতিবেদন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

কৃষি পুণর্বাসন কর্মসুচি ঃ

- ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে রোপা আমন ধানের চাড়া মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১২টি জেলার অনুকুলে কৃষি পুণর্বাসন কর্মসুচি-১/২০০২ এর আওতায় ৯,৩০,০০০/- টাকা, বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ২৫টি জেলায় এবং ঝড়, টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য ৩৩টি জেলায় আরো ৫,১৮,১০,০০০/- টাকার কৃষি পুণবার্সন কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়েছে।
- আলোচ্য অর্থ বছরে ৩০,১৭৩ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ২৮,০২১ টি ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
- অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে সারা দেশব্যাপী ফলবৃক্ষ রোপণ কর্মসুচী সফলভাবে পালিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ফল প্রদর্শনী ও সকল ফলচাষী ও সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা প্রণয়নের কাজও হাতে নেয়া হয়েছে।
- International Treaty on Plant Genetic Resources for Food And Agriculture চুক্তি বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে এবং এটি ratification এর জন্য সরকার সম্মতি প্রদান করেছে।
- বিশ্ব খাদ্য দিবস, ২০০২ সাফল্যজনকভাবে উদযাপিত হয়েছে।
- জাপান, মিয়ানমার, ভারত, পাকিস্তান, জার্মানী ও অস্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের কৃষি বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সাথে আলোচনাক্রমে চুড়ান্ত করা হয়েছে। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে এগুলো স্বাক্ষর করা হবে। স্বাক্ষরের জন্য চীন-বাংলাদেশ সমঝোতা স্মারকের বেজিংস্থ বাংলাদুতকে পাঠানো হয়েছে।

- কৃষি ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নয়ন ও রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে Agri-Invest Bangladesh 2003 শীর্ষক মেলা ডিসেম্বর ২০০৩ এ অনুষ্ঠানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিনিয়োগ বোর্ডের যৌথ উদ্যোগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- শুষ্ক জমিতে চাষ, খামার শস্য পদ্ধতিতে গবেষণার উন্নতি, দানাদার ফসলের মান উন্নয়নে জার্মপ্লাজম বিনিময়, নতুন প্রযুক্তি, ধ্যান ধারণা, প্রশিক্ষণ বিনিময় ও মৌলিক গবেষণা সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এব ICRISAT (International Crops Reserarch Institute for the Smi-Arid Tropic) এর মধ্যে গত ১৯৮৮ সালে স্বাক্ষরিত ৫ বছর মেয়াদী সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ২২জুন ২০০৩ হতে আরও ৫ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে।

- কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমুহের ২০০১-২০০২ সনের কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- ২০০২ সনের কৃষি পরিসংখ্যান পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উইং এর আওতাধীন শাখাসমুহের কাজ সুষমকরণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ হয়েছে।

খ. উন্নয়নমুলক ঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলো কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়িত হয় ঃ

(১) বীজশিল্প উন্নয়ন প্রকল্প (বীজ অনুবিভাগ হতে)

(২) পলিসি প্লানিং সাপোর্ট ইউনিট (পরিকল্পনা অনুবিভাগ হতে)

(৩) এটিডিপি (প্রশাসন ও উপকরণ অনুবিভাগ হতে)

(১) বীজশিল্প উন্নয়ন প্রকল্প

শস্য বহুমুখীকরণ ও মানসম্পন্ন পর্যাপ্ত বীজের সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত এ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৫.৫১%। প্রকল্পটি জুন, ২০০১ এ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসনিক অনুমোদন বিলম্বিত হওয়ার কারণে সেপ্টেম্বর, ২০০২ মাসে শুরু হয়। ফলে অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। তবে ইতোমধ্যে টিএপিপি অনুসারে প্রকল্পের সকল জনবল অর্থাৎ ১৪ জন সাপোর্টিং স্টাফ, ৪ জন দেশী বিশেষজ্ঞ ও ৭ জন (বিভিন্ন সময়ে) বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়েছে। ২ জন কর্মকর্তা জেনেটিক রিসোর্সেস ও ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। ৫টি ওয়ার্কশপ/ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বর্তমানে প্রকল্পের কাজ একশন প্ল্যান অনুযায়ী চলছে।

(২) পলিসি প্লানিং সাপোর্ট ইউনিট

এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নীতি ও পরিকল্পনা কাজে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করা। প্রকল্পে ২ জন স্থানীয় উপদেষ্টা ও পরামর্শক এবং ১ জন বিদেশী পরামর্শক কর্মরত আছেন। কৃষি খাতে সেক্টর এপ্রোচ (Sector Approach) চালুকরণ বিষয়ে পরামর্শকগণ কাজ করে যাচ্ছেন। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে এ বিষয়ে মতামত সংগ্রহ ও পরামর্শগণ প্রণীত প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধির অংশগ্রহণে ১৪টি সভা আয়োজন করা হয়। প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শকগণ ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ২৫ টি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

(৩) এটিডিপি

এটিডিপি-২ প্রকল্পটি কৃষি ভিত্তিক ব্যবসার উন্নয়নে এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে পোল্ট্রি, উদ্যান, শস্য, মৎস্য (চিংড়ি) এবং সিল অব কোয়ালিটি (SOQ) ক্ষেত্রসমুহে সাফল্যের সাথে কাজ করেছে।

গ. মানব সম্স্লদ উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

৭।কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সংস্থাসমুহের পরিচিতি ও তাদের সম্পাদিত কার্যক্রম ঃ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসুচী বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে নিম্নবর্ণিত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, ইনস্টিটিউট ও সংস্থা রয়েছে ঃ

ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
খ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
গ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক)
ঘ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)
ঙ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)
চ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)
ছ) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআইএনএ)
জ) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)
ঝ) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)
ঞ) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)

ট)	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)

ঠ)	কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)

ড)	তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি)

ঢ)	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ)

ণ)	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড (বাফমাউব)

ত)	হরটেক্স ফাউন্ডেশন

ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)

১. পরিচিতি ঃ

১৮৮০ সনের Famine Commission এর রিপোর্টের ভিত্তিতে তদানীন্তন বৃটিশ ভারতে ১৯০৫ সনে কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরের সৃষ্টি হয়। ১৯০৩-০৪ সালে ঢাকায় প্রায় ৩০০ একর জমিতে মনিপুর ফার্ম স্থাপনের মাধ্যমে এ অঞ্চলে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে ষাট এর দশকে প্রধান প্রধান ফসল উৎপাদনে দ্রুত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ (ডিএইএম) ছাড়াও আরও ৬টি সংস্থার সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮২ সালে ৫টি একক ফসল সংস্থা ও সার্ডি (Central Extension Resources Development Institute) একীভুত করে বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) সৃষ্টি করা হয়। দেশে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা দানকারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ (ডিএই) অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত এবং এর ব্যাপ্তি ব্লক পর্যন্ত। ডিএই বর্তমানে ইফাদ, এফএও/ ইউএনডিপি, ডানিডা, এডিবি, ডিএফআইডি, আইডিবি, জাপান, জি,টি,জেড এর অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

এ সংস্থায় মোট ১৯,৯৫৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এর মধ্যে ৫৭৮ জন উন্নয়ন খাতের অধীন (প্রেষণ ব্যতীত) বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত। রাজস্ব খাতের অধীন কর্মরত ১৯,৩৭৮ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর মধ্যে ১,৮১৬ জন ১ম শ্রেণী, ৪২২ জন ২য় শ্রেণী, ১৪,৭৬২ জন ৩য় শ্রেণী এবং ২,৩৭৮ জন ৪র্থ শ্রেণীভুক্ত।

সংস্থা প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক। ৮টি উইং এর দায়িত্বে রয়েছেন ৮ জন পরিচালক। উইং গুলো হলো (১) সরেজমিন, (২) উদ্ভিদ সংরক্ষণ, (৩) অর্থকরী ফসল, (৪) খাদ্য শস্য, (৫) প্রশিক্ষণ, (৬) পানি ব্যবস্থাপনা, (৭) পরিকল্পনা ও মুল্যায়ন এবং (৮) প্রশাসন ও পার্সোনেল উইং। সারা দেশের কৃষক সমাজকে কেন্দ্র করে ডিএই'র কার্যক্রম বিস্তৃত। তাই সারা দেশকে ১২,৬৪০ টি ব্লকে বিভক্ত করে প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও ৯টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে চলছে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান। এছাড়া এর অধীনে রয়েছে ১২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ৭১ টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, ১২টি উদ্ভিদ সংগ-নিরোধ কেন্দ্র এবং সার্ডি (Central Extension Development Institute).

আলোচ্য বছরে রাজস্ব খাতে প্রথম শ্রেণীভূক্ত ১৬টি পদে এবং উন্নয়ন খাতে প্রথম শ্রেণীভূক্ত ৭টি, ২য় শ্রেণীভূক্ত ৩টি, ৩য় শ্রেণীভূক্ত ৩৪টি এবং ৪র্থ শ্রেণীভূক্ত ১২টি পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। একই সময়ে প্রথম শ্রেণীর ১১৬ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৫২ জন কর্মকর্তা পদোন্নতি লাভ করেন।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অঙ্গীকার (মিশন স্টেটমেন্ট) ‘‘সকল শ্রেণীর চাষীদেরকে তাঁদের চাহিদাভিত্তিক ফলপ্রসু ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা যাতে তাঁরা (কৃষক) তাঁদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে স্থায়ী কৃষি ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন।’’ এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী যা নিম্নরূপ ঃ

- খাদ্য-শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও অন্যান্য পুষ্টিসমৃদ্ধ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ;
- জমি, পানি ও অন্যান্য সম্পদের কার্যকরী ও ভারসাম্যমুলক ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিতে স্থায়ী প্রবৃদ্ধি
- নিশ্চিত করা ;
- মুল্য সংযোজনী ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধি করা ;
- পরিবেশ-অবক্ষয় হ্রাস করা ;
- নিরবচ্ছিন্ন কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা ;
- গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করা ;
- উন্নত মানসম্পন্ন ও যথোপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি প্রবর্তন ও বিস্তারে সহায়তা করা ;
- উৎপাদন, ভোগ ও কৃষকের আয়ে স্থায়ীত্ব ও সমতা রক্ষা করা ;
- রপ্তানীমুখী কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানে সহায়তা করা ;
- নারীর ক্ষমতায়ন তথা কৃষি কর্মকান্ডে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা ; এবং
- নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

১। ডিএই একটি বিকেন্দ্রিকৃত এবং অংশীদারিত্বমুলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। সদর দপ্তর পর্যায়ে সকল উন্নয়নমুলক ও প্রশাসনিক কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সেগুলির বাস্তবায়নের দায়িত্ব ‘ডিএই ব্যবস্থাপনা কমিটির’। ডিএই’র ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ডিএই এর সকল পরিচালকগণ রয়েছেন।

২। কৃষকদের মাঝে সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি ও কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটি (UAECC) । এর ধারাবাহিকতায় গঠন করা হয়েছে জেলা পর্যায়ে জেলা কৃষি সম্স্প্রসারণ পরিকল্পনা কমিটি (DAEPC), অঞ্চলভিত্তিক কৃষি কারিগরী কমিটি (ATC) এবং জাতীয় পর্যায়ে কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটি (NATCC).

৩. UAECC স্থানীয় পর্যায়ে যে বাৎসরিক কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রনয়ন করে জেলা পর্যায়ে তা সমন্বয়ের মাধ্যমে উপজেলা ও জেলার চাহিদার ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে কৃষি উপকরণাদির চাহিদা নিরুপন, সংগ্রহ, বরাদ্দ ও বিতরণ/ বিক্রয়ের কর্মসুচী প্রনয়ন করা হয়।

৪। একটি কার্যকরী সেবা দান প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডিএই নিম্নোক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে কৃষকের মধ্যে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করে থাকে ঃ

ক) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তহবিল ও দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ ;

খ) কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের চাহিদাভিত্তিক তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা ;

গ) গ্রামীণ সকল শ্রেণীর কৃষক দলের সাথে কাজ করা ;

ঘ) কৃষকদের সকল প্রকার চাহিদা পুরণের জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ড গ্রহণ ;

ঙ) বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার, যেমন -

- প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন
- কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদন খামার প্রতিষ্ঠা
- কৃষক প্রশিক্ষণ
- খামার দিবস উদযাপন
- চাষী র‌্যালী
- কৃষক উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন গণসংযোগ মাধ্যমের ব্যবহার
- প্রকাশনা তৈরী ও বিতরণ
- লোকজ মাধ্যম যেমন ঃ গান, নাটক ইত্যাদির আয়োজন
- সম্স্প্রসারণ কর্মী ও কর্মকর্তাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মাঝারী ও দীর্ঘকালীন প্রশিক্ষণ
- কৃষি মেলা ইত্যাদি ;

এছাড়াও ডিএই’র অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ কার্যাবলী হলো -

৫। সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রযুক্তি বিস্তারে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধন।

৬। সরকারী-বেসরকারী সংস্থার মধ্যে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন।

৭। তথ্য প্রবাহের জন্য সুসংহত কাঠামো গড়ে তোলা। তথ্যে আদান প্রদানে জেলাগুলিতে রয়েছে ডিএই’র অনুরূপ সুবিধাদি। সকল উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে জেলাগুলির রয়েছে টেলিফোন যোগযোগ। উপকুলীয় কিছু কিছু উপজেলায় ফ্যাক্স সুবিধাও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৮। কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং মাঠে কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৯। নিজস্ব পদ্ধতিতে মনিটরিং, রির্পোটিং এবং মুল্যায়ন।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

ক) উন্নয়নমুলক ঃ ২০০২-২০০৩ সালে সংশোধিত এডিপি তে ডিএই এর আওতায় ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পসমুহ বাস্তবায়নের ফলে শস্য সংরক্ষণে আইপিএম পদ্দতি চালু, প্রায় ৫০,০০০ টন বীজ উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচনে ADIP, SAIP, IADP প্রকল্পের মাধ্যমে ভুমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কর্মকান্ড সম্পাদন করা হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং আয় বৃদ্ধিতে ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ডিএই তে ৭১টি উদ্যান নার্সারীর মাধ্যমে সারা বছর চারা ও কলম চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

খ) প্রশাসনিক ঃ

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে শক্তিশালীকরণ এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কর্মসুচী বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান ;
- মাঠ পর্যায়ে মনিরিং ও তদারকী কার্যক্রম জোরদারকরণ ;
- নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ ;
- IPM পলিসি বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ ; এবং
- বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে চাষী দল গঠন করে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রয়াস চালানো।

গ) অন্যান্য ঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিগত বছরের ন্যায় ২০০২-২০০৩ সালে নিবিড় ফসল উৎপাদন কর্মসুচী বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলে দেশে ২০০২-২০০৩ সালে সর্বমোট চাল উৎপাদন হয়েছে ২৫১.৮৮ লক্ষ মেঃ টন যার মধ্যে আউশ ১৮.৫১ লক্ষ মেঃ টন, আমন ১১১.১৫ লক্ষ মেঃ টন এবং বোরো ১২২.২২ লক্ষ মেঃ টন। ২০০২-২০০৩ সালে গম উৎপাদন হয়েছে ১৫.০৭ লক্ষ মেঃ টন। এ সময়ে সর্বমোট ২৬৬.৯৪ লক্ষ মেঃ টন চাল এবং গম উৎপাদন হয়েছে।

ঘ) মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

প্রতিবেদনাধীন সময়কালে ৫৪ জন কর্মকর্তা বিপিএটিসি, সাভারে অনুষ্ঠিত ৩০ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে এবং ৭৫ জন কর্মকর্তা উপজেলা ভুমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহারের নির্দেশিকার উপর আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উন্নয়ন খাতভুক্ত ১০০ জন কর্মকর্তা ব্লক সুপারভাইজারদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ টিওটি কোর্সে (মাস্টার ট্রেইনারস) অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। এভাবে মোট ১৫৯ জন রাজস্ব খাতভুক্ত এবং ১১৯ জন উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মকর্তা বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এসময়ে ১৮ জন রাজস্ব খাতভুক্ত এবং ১৯ জন উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মকর্তা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিএই এর ৪৩ জন কর্মকর্তা আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে Post Harvest Rice Processing, Overseas Training Course on Statistics and Agro-Meteorology Ges Training on Processing and Marketing of Vegetable & Fruit Crop ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ৩৬ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে বিদেশে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/ স্টাডিট্যুরে অংশগ্রহণ করেন। মাত্র ১ জন কর্মকর্তা বিদেশ হতে এমএস ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে আসেন এবং একজন কর্মকর্তা এমএস কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য বিদেশ গমন করেন। এসব বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ/সেমিনারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে JICA, FAO, DANIDA, PETRA, Thai Govt, GTZ, APO/ NPO, UK আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

খ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

১. পরিচিতি ঃ

১৯৫৯ সনের খাদ্য ও কৃষি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৬১ সনের ৩৭ নম্বর অধ্যাদেশ বলে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় সংস্থার কার্যক্রম সংকুচিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক ১৭/১১/৯৯ ইং তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিএডিসি'কে পনর্গঠন করতঃ এর জনবল ৬৮০০ জনে নির্ধারণ করে। পুনর্গঠিত জনবলের মধ্যে ১৭০০ জন কর্মকর্তা ও ৫১০০ জন কর্মচারী। চেয়ারম্যান হলেন সংস্থার প্রধান। এছাড়া ৪ জন সদস্য-পরিচালক ও একজন সচিব রয়েছেন।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ যথা- উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার ও সেচ সম্প্রসারণ ইত্যাদি কৃষকদের মধ্যে সঠিক সময়ে ন্যায্য মুল্যে এবং সঠিক পরিমাণে বিতরণ করার দায়িত্ব বিএডিসি'র উপর ন্যস্ত। সরকারের কৃষি উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দানা জাতীয় শস্যবীজ, ডাল ও তৈল জাতীয় বীজ, পাটবীজ, বীজ আলু, বিভিন্ন জাতের সব্জি/ সব্জিবীজ এবং উদ্যান জাতীয় ফসল/ ফলমুল উৎপাদন ও সরবরাহের পাশাপাশি উন্নতবীজ উৎপাদনে কৃষককে সার্বিক পরামর্শ প্রদান, শংকর জাতীয় বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, ব্যক্তিখাতে বাণিজ্যিক উৎপাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সেবা প্রদান, উদ্যান ফসলের অভ্যন্তরীণ/ রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণে ভৌত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও নতুন নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান।

দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেচের আওতাধীন সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বনায়ন, পুকুর খনন, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী প্রতিপালন প্রভৃতি কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্ম-সংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন।

১) সারের গুনগতমান পরীক্ষা এবং বোরন সার ঘাটতি এলাকায় কৃষকগণকে বোরন সার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

পুনর্গঠন সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বিএডিসি'র কর্মপরিধি নিম্নরূপ ঃ

ক. সংস্থাপন ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলী

খ. ক্ষুদ্রসেচ উইং ঃ

ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ;

১) ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন ;

২) কৃষক, সেচ যন্ত্রের ডিলার ও মেকানিকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসুচী পরিচালনা ;

৩) সরেজমিন (অন-ফার্ম) দক্ষ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কর্মসুচী পরিচালনা ;

৪) সেচ এলাকা বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প মুল্যায়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান ;

৫) সমন্বিত আঞ্চলিক কৃষি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন ; এবং

৬) সেচ ব্যবস্থাপনা-জরুরী সেবা প্রদান ।

গ. বীজ ও উদ্যান উইং ঃ

১) বীজ নীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ;

২) দানা জাতীয় শস্য, পাট ও অন্যান্য শস্যবীজ উৎপাদন ও সরবরাহ ;

৩) উন্নত বীজ উৎপাদনে সার্বিক সেবা প্রদান ;

৪) সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতা, সরজমিনে বীজের মান মুল্যায়ন এবং মৌসুম অনুযায়ী বীজের চাহিদা নির্ণয় ;

৫) শংকর বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ;

৬) আলুসহ উদ্যান ফসলের বীজ/ চারা উৎপাদনের পাশাপাশি ব্যক্তিখাতে বাণিজ্যিক উৎপাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়ক সেবা প্রদান ;

৭) পার্বত্য অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন উপযোগী ফল বাগান ও মসলা উন্নয়ন কর্মসুচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ; এবং

৮) উদ্যান ফসলের অভ্যন্তরীণ / রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণের ভৌত সুবিধা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত সহায়ক সেবা প্রদান।

ঘ. অর্থ উইং ঃ আর্থিক নিয়ন্ত্রণমুলক কার্যাবলী।

ঙ. সার ব্যবস্থাপনা উইং ঃ

১) সারের বাফার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ;

২) সারের লভ্যতা ও গুণাগুণ পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ এবং সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাস্তবায়ন ;

৩) সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সার আমদানী সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

৪) সারের সামগ্রিক তথ্য ব্যবস্থাপনা (এম আই এস) পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ ; এবং

৫) সার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ সেবা প্রদান।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণ ঃ

ক. উন্নয়নমুলক ঃ ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক ফসল সাব-সেক্টর ও পানি সম্পদ সেক্টরে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প সংখ্যা ছিল ২৪টি। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহের মধ্যে ফসল সাব-সেক্টরের আওতাধীন ৮টি প্রকল্প প্রোগ্রাম প্রকৃতির এবং দীর্ঘদিন ধরে তা বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এ' প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে প্রথমে ধান ও গম বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ, আলুবীজ উৎপাদন, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন, পাটবীজ উৎপাদন, সব্জিবীজ উৎপাদন, গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সব্জি উৎপাদন, নারিকেল চারা উৎপাদন, ফল উৎপাদন ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে।

আলোচ্য প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রধান প্রধান যে সমস্ত কর্মসুচী বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিম্নে দেয়া হলোঃ-

ক্রঃ নং	প্রধান কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	জুন/২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০০৩-২০০৪ সালের লক্ষ্যমাত্রা
১.	ধান, গম, ভুট্টা ও সব্জিবীজ উৎপাদন			
	ক) উৎপাদন (টন)	২,৮৬,৪৬০	১,৮১,৫৬৪	৪৮,৫২১
	খ) সংগ্রহ (টন)	২,৯৪,২৩০	১,০৫,৭৮৭	৫০,১৮৩
	গ) বিতরণ (টন)	২,৮৫,৫৭২	৮৫,১৭৬	৩৯,৫৮৩
২.	পাট বীজ উৎপাদন			
	ক) উৎপাদন (টন)	৫,৯৪৫	৩,৩৮৯	১,১৬৫
	খ) সংগ্রহ (টন)	৫,৯৪৫	১,০১০	৪৫০
	গ) বিতরণ (টন)	৫,৯৪৫	১,০৭০	৪৩৮
৩.	গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সব্জী উৎপাদন (টন)	২৬,৮০,৩৫০	৬,৯০,১৪৮	২,২৬,০৮৫
৪.	নারিকেল চারা উৎপাদন (সংখ্যা)	৩৭,৮২,০০০	২০,২৫,৪৫৫	৬,১০,০০০
৫.	ফল উৎপাদন (টন)	১,৭২,৫২৫	৯৯,৩৩৮	৩১,৫১১

৬.	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন (জন)	১,৭৮,৩৮১	৪৮,৬৩০	১১,০০০

এ' ছাড়া ফসল সাব-সেক্টরে পার্বত্য চট্টগ্রাম কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০টি ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচারের দ্বারা বছরে ১২০০ একর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ১টি নার্সারি কেন্দ্র এবং ১টি এএসসি এর মাধ্যমে চারা, গুটি কলম, শাকসব্জি, ফল-মুল সরবরাহ করা হয়েছে। ২টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র এবং ৩টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণপুর্বক তা চাষীদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। বোরন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪টি বোরন ঘাটতি পুরণের জন্য সার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও এ' সেক্টরের আওতায় সারের মান পরীক্ষার জন্য ৬টি টেষ্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

আলোচ্য সময়ে পানি সম্পদ সেক্টরে ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন জরীপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ভু-গর্ভস্থ ও ভু-পরিস্থ পানির ব্যবহার, পানির প্রাপ্যতা এবং পানির স্তর পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ'ছাড়াও পানিতে আর্সেনিকের প্রভাবে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টিও পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ সেক্টরের আওতায় ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভু-পরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ এবং বিএডিসি'র ১,২০০ টি গভীর নলকুপ পুনর্বাসন এবং কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০,০০০ একর জমিতে প্রতি বছর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়। এ প্রকল্প ২টির পুর্ণাংগ বাস্তবায়ন হলে প্রতি বছর প্রায় ২,০০,০০০ একর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে। উক্ত প্রকল্প ২টির মাধ্যমে কৃষক / গ্রুপ ম্যানেজার পর্যায়ে সেচ ব্যবস্থাপনা এবং সেচ যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ সেক্টরের অধীনে ৪টি সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, সংযোগ সড়ক উন্নয়ন, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন, বৃক্ষ রোপন, খাল খনন, পুকুর খনন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী প্রতিপালন ইত্যাদি কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ'ছাড়াও প্রকল্পগুলি দুস্থ মহিলাদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধক ও কারিগরী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কর্ম-সংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে আসছে।

এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যতিরেকেও বিএডিসি বেসরকারী খাতে সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি যান্ত্রিকীকরণের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে শিক্ষিত বেকার যুবকদের কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সেচ যন্ত্র মালিক, চালক ও গ্রুপ ম্যানেজারদের সেচ যন্ত্র চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্ব-নির্ভর ও কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবকগণ দেশের ভেতরে ও বিদেশে এই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহের মেয়াদ শেষে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাংখিত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। সংস্থার বিভিন্ন খামারে আলুবীজ ও পাটবীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ধানবীজ, গমবীজ, আলুবীজ, পাটবীজ, তৈলবীজ, ডালবীজ, সব্‌জিবীজ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছড়িয়ে গেছে। অন্যান্য সেক্টরেও অনুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

খ. প্রশাসনিক ঃ

১) ১,৬০৯ জন নিয়মিত শ্রমিককে এককালীন পাওনা পরিশোধের মাধ্যমে অব্যাহতি প্রদান।

২) ১,১৮৭ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে চাকুরী হতে অব্যাহতি প্রদানের মাধ্যমে অপ্রয়োজনী জনবল হ্রাস।

৩) ১ম শ্রেণীর পদে ৩৭ জন, ২য় শ্রেণীর পদে ৮ জন এবং ৩য় শ্রেণীর পদে ১ জন কমকর্তা/ কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

২০০২-২০০৩ অর্থ বছর ৪ জন কর্মকর্তা স্বল্পমেয়াদী অভ্যান্তরীণ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ৫ জন কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ ওয়ার্কশপ/ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ১ জন কর্মকর্তা স্বল্পমেয়াদী এবং ১ জন কর্মকর্তা দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো ছিল- গ্রুপ ট্রেনিং কোর্স অন এগ্রিকালচারাল মেকানাইজেশন ফর সাসটেইনেবল ফার্মিং সিস্টেম এবং ইরিগেশন ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট। এছাড়া ৪ জন কর্মকর্তা তিনটি বৈদেশিক কনফারেন্স, মিটিং ও ফিল্ড ভিজিটে অংশগ্রহণ করেন।

গ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক)

১. পরিচিতি ঃ

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ১৯৭৩ সনে প্রতিষ্ঠিত। ১০টি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের (এন,এ,আর,এস) সমন্বয়কারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইহা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংস্থা CGIAR, CIMMYT, IRRI J বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সমঝোতা চুক্তি ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে Germplasm সংগ্রহ ও প্রতিকুল (লবনাক্ত, খরা, তাপবৃদ্ধি) পরিবেশের উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সংস্থা প্রধান নির্বাহী চেয়ারম্যান। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৭ (সাত) জন সদস্য-পরিচালক বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। ৭ (সাত) জন সদস্য-পরিচালকের নেতৃত্বে রয়েছে ৭টি গুরুত্বপুর্ণ ইউনিট। এভাবে ৮১ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাসহ ২০৫টি স্থায়ী পদ নিয়ে বিএআরসি'র সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত। এর অতিরিক্ত ৫৬ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে যাদের চাকুরী শেষ হবার সাথে সাথে পদগুলোর বিলুপ্তি ঘটবে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে সর্বমোট ২২৩ জন কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর মধ্যে ৪৫ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ৪ জন ২য় শ্রেণীর কর্মকতা, ১০৫ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী ও ৬৯ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে। পদগুলো রাজস্বখাতে স্থানান্তরের বিষয়টি বাস্তবায়নের চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

কৃষি গবেষণার দ্বৈততা পরিহার করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমুহের কর্মসুচী সমন্বয়, গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন, মূল্যায়ন এবং জাতীয় পর্যায়ে কৃষি গবেষণার মান উন্নয়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান এ সংস্থার মুল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইনস্টিটিউটসমুহের এবং সহযোগী সংগঠনসমুহের কৃষি বিষয়ক গবেষণা, পরিকল্পনা, পরিচালনা, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং মুল্যায়ণ করা ;

- কৃষি সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণার বিষয়াবলী ও উহাদের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ;
- গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যা ইনস্টিটিউটসমুহ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা-কার্যক্রমের দিক নির্দেশক হবে ;
- কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং এ ক্ষেত্রে বিদেশী সহায়তা ব্যবহার সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা ;
- গবেষণার মান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে -
- প্রতিটি ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম এবং চলমান কার্যাবলীর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা ;
- পাঁচ বছর অন্তর অন্তর প্রতিটি ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও সম্পাদিত কার্যাবলী উক্ত ইনস্টিটিউট-বহির্ভুত একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল দ্বারা পুনরীক্ষণ (review) এর ব্যবস্থা করা ;
- প্রতিটি ইনস্টিটিউটের গৃহীত কার্যক্রম এবং সম্পাদিত কার্যাবলী একটি অভ্যন্তরীণ বিশেষজ্ঞ প্যানেল দ্বারা সময় সময় পুনরীক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

- নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র, গবেষণা স্থল, গ্রন্থাগার, তথ্য কেন্দ্র, যাদুঘর, হারবেরিয়াম (herbarium), জার্মপ্লাজম (germ-plasm), উদ্ভিদ প্রবতৃন কেন্দ্র (plant introduction centre) প্রতিষ্ঠায় অন্য সংস্থাকে সহায়তা করা।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

১. বিএআরআই এর ডাল শস্য গবেষণা কর্মসুচী এবং বিএসআরআই এর গবেষণা কর্মসুচী পরিবীক্ষণ ;
২. আর্সেনিক দুষণমুক্ত/ উপশমকরণে কৃষি বিষয়ক ক্রিয়াকেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব পালন (চলমান) ;
৩. আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI), আন্তর্জাতিক গম ও ভূট্টা গবেষণা কেন্দ্র (CIMMYT) ও পিইটিআরআরএ (PETRRA) এর সহায়তায় পৃথক তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ;
৪. ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল এবং বসত ভিটায় সবজি উৎপাদন বিষয়ক এ্যাকশন প্লান প্রণয়ন;
৫. বায়োটেকনোলজির ব্যবহার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন ইত্যাদি।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

আলোচ্য সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের ২ জন কর্মকর্তা ২টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি একক ও যৌথভাবে ৮টি ওয়ার্কশপ/ সেমিনারের আয়োজন করে, যেখানে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে ২জন কর্মকর্তা ২টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। কোর্সগুলো ছিল - Genetic Resources and IPR- Pathways for Development এবং Agro ecological Surveys and Germplasm Collection বিষয়ক।

আলোচ্য অর্থ বছরে ২৪ জন কর্মকর্তা বিদেশে অনুষ্ঠিত ২২টি ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কারিগরী কমিটি সভা ও স্টাডি ভিজিটে অংশ গ্রহণ করেন। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ/ সেমিনারগুলোতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে SIDA/ DANIDA, SAIC, IRRI, PETRRA, APCAEM, SAARC, APAARI, ICRAF, ICRISAT, ও Rice Wheat Consortium আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

ঘ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

১. পরিচিতি ঃ

১৯৭৬ সালে ৪ আগস্ট তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর প্রধান কার্যালয় গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে। এই ইনস্টিটিউটের ৬টি শস্য গবেষণা কেন্দ্র, ৬টি আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও ২৩টি উপ-কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রসমুহ ঃ

১. তৈলবীজ গবেষনা কেন্দ্র, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২. কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৩. গম গবেষণা কেন্দ্র, নশিপুর, দিনাজপুর।
৪. উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
৫. মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
৬. ডাল গবেষণা কেন্দ্র, ইশ্বরদী, পাবনা।

এটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে যে সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে প্রতিষ্ঠানটি সম্পৃক্ত রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য CIMMYT, ICRISAT, USAID, ACAIR, AVRDC, IPGRI, INIBAP, DFID ও ICARDA ইত্যাদি।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

প্রতিষ্ঠানের প্রধান মহাপরিচালক, যাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে ৩(তিন) জন পরিচালক ও ১ (এক) জন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা যথাক্রমে প্রশাসন, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কেন্দ্র/ উপ-কেন্দ্র/ বিভাগ/ এফএসআরডি/ এমএলটি সাইটে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল অধিভুক্ত ফসল ও বিষয়ের উপর মৌলিক, প্রয়োগিক ও অভিযোজনীয় গবেষণা কর্মসুচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। অধিভুক্ত ফসল ও বিষয়ের মধ্যে দানাদার ফসল, ডাল, তৈল বীজ, কন্দাল ফসল ও উদ্যান ফসল, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুমি উর্বরতা, ফসল ব্যবস্থাপনা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি প্রকৌশল, কীটতত্ত্ব, উদ্ভিদ

রোগতত্ত্ব, শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, কৌলি সম্স্লদ উন্নয়ন, জৈব প্রযুক্তি, কৃষি অর্থনীতি প্রভৃতি গবেষণা কর্মসুচী এ ইনস্টিটিউটের অন্তর্ভুক্ত। ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মিশন হলো ঃ

- উদ্ভিদ কৌলি সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন আঙ্গিকে গবেষণায় ব্যবহারের মাধ্যমে রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন বিভিন্ন ফসলের উন্নতমানের জাত উদ্ভাবন ;
- ফসল উৎপাদনে উন্নত কলা-কৌশলের পাশাপাশি পরিমিত সার ও পানি ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন ;
- যান্ত্রিক চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তণের লক্ষ্যে কৃষকের জন্য সহজলভ্য কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ;
- প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, প্রচারণা এবং প্রকাশনার মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিগুলোকে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ; এবং
- বিভিন্ন ফসল, বিশেষ করে রপ্তানীযোগ্য ফসলের উৎপাদনে IPM এর মাধ্যমে Organic farming প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর গবেষণা পরিচালনা।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ধান, পাট, ইক্ষু, চা ও তুলা ব্যতিত অন্যান্য সকল ফসলের উপর গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত।
- গবেষণার পরিধি ঃ
- ফসল গবেষণা কেন্দ্রসমুহে বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত এবং উৎপাদন কলা-কৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করা হয় ;
- গবেষণা বিভাগসমুহে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা করা হয় ;
- আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রগুলো অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন ফসল গবেষণা কেন্দ্র এবং বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তির অঞ্চলভিত্তিক উপযোগিতা মুল্যায়ন করে থাকে। একইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত উপ-কেন্দ্রসমুহে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে; এবং FSRD এবং MLT সাইটসমূহে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ফসল গবেষণা কেন্দ্র এবং বিভাগ হতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমুহ মাঠ পর্যায়ে ফলিত গবেষণার মাধ্যমে মুল্যায়ন করা হয়।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

আলোচ্য সময়ে বারি ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। ৩২ কোটি টাকার এডিপি বরাদ্দের প্রায় ২৮ কোটি টাকা এ সময়ে ব্যয় করা হয়। এর মধ্যে প্রায় ৬ কোটি টাকা ছিল বৈদেশিক সাহায্য। এ প্রকল্পগুলো বারি'র চলমান

প্রকল্প। প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে বারি তাদের বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ক) উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম ঃ ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রমসমুহ নিম্নরূপ ঃ

- গম, ভুট্টা, তৈলবীজ, ডাল, সবজি, ফল, ফুল, মসলা, ও কন্দাল ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম;
- ভুট্টা, সুর্যমুখী, আলু ও সবজি ফসলের হাইব্রিড জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম ;
- রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ফসলের জার্মপ্লাজম বাছাইকরণ ;
- বালাইনাশক বাছাই করার মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিকর রোগ দমন পদ্ধতির উপর গবেষণা কর্মসুচী ;
- জৈব পদ্ধতিতে ফসলের রোগ বালাই দমন করার পদ্ধতির উপর গবেষণা কার্যক্রম ;
- সমন্বিত পদ্ধতিতে ফসলের রোগ বালাই দমন করার সম্ভাবনা পরীক্ষণ ;
- মাটির উর্বরা শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কর্মসুচী ;
- মাটিতে আর্সেনিক এবং খাদ্যশস্যে আর্সেনিকের পরিমান নিরূপন করার কর্মসুচী ;
- খামারে ব্যবহার উপযোগী সহজলভ্য যন্ত্রপাতির (Prototype) উদ্ভাবন ;
- ফসলের সংগ্রহোত্তর প্রসেসিং ও গুদামজাত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন ;
- জৈব প্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি) ব্যবহার করে রোগমুক্ত ফসলের জাত/ চারা উৎপাদন করা ;
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমুহ কৃষক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা এবং প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করার উপর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ; এবং

উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমুহ মাঠ/ কৃষক পর্যায়ে পরীক্ষা ও মুল্যায়ন করার গবেষণা কর্মসুচী গ্রহণ।

খ) জাত উদ্ভাবন ঃ দানাদার ফসলের মধ্যে ভুট্টার ৪টি (তন্মধ্যে ৩টি হাইব্রিড), কাউনের ২টি, তৈলবীজ ফসলের মধ্যে তিল, সরিষা এবং সয়াবিন প্রত্যেকটির ১টি করে জাত উদ্ভাবন করার পাশাপাশি উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের মধ্যে ফলের ৩টি (আম-১টি, আমড়া-১টি ও বাতাবী লেবু-১টি) এবং ফুলের ৩টি (অর্কিড-১টি, গ্ল্যাডিওলাস-২টি) জাতসহ বিভিন্ন ফসলের সর্বমোট ১৪টি উফসী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

গ) প্রযুক্তি উদ্ভাবন ঃ ফসলের উচ্চ ফলন পেতে উত্তরাঞ্চলে জমিতে ডলোচুন ব্যবহার পদ্ধতি, ট্রাইকোর্ডামা প্রজাতির ছত্রাক এবং টিল্ট ও ব্যভিষ্টিন ব্যবহার করে যথাক্রমে সবজীর 'চারা রোগ' এবং কলার 'সিকাটেকা রোগ' দমন করার পদ্ধতি, IPM প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুন ও কুমড়া জাতীয় ফসলের ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন করার পদ্ধতি, ফুলকপি, গাজর, ব্রকলি ইত্যাদি ফসলসহ বিভিন্ন AEZ উপযোগী লাগসই সার ব্যবস্থাপনা এবং শস্য বিন্যাসের পাশাপাশি টমেটো চাষাবাদে স্বল্প পানি ও সার ব্যবহার (ড্রিপ ইরিগেশন ও ফার্টিলাইজেশন) পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। জৈবপ্রযুক্তি

(Bio-technology) ক্ষেত্রে বেগুন, পেপে এবং অর্কিড এর বানিজ্যিক ভিত্তিতে রোগমুক্ত চারা উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন Protocol উদ্ভাবন করা হয়েছে। আমড়া, চালতা ও কদবেল থেকে চাটনী তৈরীর বিজ্ঞানসম্মত স্বল্পব্যয়ী নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ঘ) অন্যান্য প্রাসংগিক কার্যক্রম ঃ দেশী ও বিদেশী অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে গম, তৈলবীজ, ডাল, মসলা, ফুল, ফল, শাকসব্জি এবং কন্দাল ফসলের উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কৃষক প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি পল্লী (Technology Village) স্থাপনের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

বারি কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন বিষয় ও মেয়াদী ২৪টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৯৮ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা, ৪২০ জন কৃষক এবং ৬০ জন এনজিও কর্মী অংশগ্রহণ করেছেন। এসব প্রশিক্ষণে বারি'র কর্মকর্তাগণও অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রশিক্ষণ কোর্স হলো ঃ

১. Integrated nutrient management and use of leaf colour chart in rice farming ;

২. Integrated hill farm management, research and rehabilitation program ;

৩. Training-cum field day on improved production technology and IPM for sweet potato ইত্যাদিসহ মোট ৮টি কর্মশালা এবং ১০টি সেমিনারে সর্বমোট ১৫০ জন কৃষক এবং ১,৪৩০ জন বিজ্ঞানী/ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সহ বারি'র কর্মকর্তাগণও অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য কর্মশালাগুলো হলো ঃ

৪. মসুর, মাসকলাই, মুগ উৎপাদন বৃদ্ধির পাইলট প্রজেক্ট-এর কার্যক্রমের উপর কর্মশালা ;

৫. ময়মনসিংহ, জামালপুর ও শেরপুরের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ শীর্ষক কর্মশালা ;

৬. এনসিডিপি-এর উচ্চ ফলনশীল শস্যের প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ শীর্ষক কর্মশালা ;

৭. Role of BARI in Agricultural Development ;

৮. Workshop on improvement of skill and work environment of landless wage earners in rice processing system of B/D ;

৯. Arsenic Distribution of Soil Water Plant System and Its Implication ;

১০. Concept of BARI Technology Village ; এবং

১১. Establishment of Network System and Expansion of Internet of BARI.

আলোচ্য সময়ে বিদেশে ১৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসুচীতে সর্বমোট ১৭ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসুচীগুলো হলো ঃ

১. Evaluation of Genetic Resources toeerant to drought and excess moisture using marker assisted techniques ;
২. Indigenous Vegetable for Documentation ;
৩. Tissue culture techniques of Banana;
৪. Training course on socio-economics of conservation and use of native tropical fruit species biodiversity of Asia; এবং
৫. Salinization of irrigated Lands and Reclamation.
৬. বিভিন্ন সময়ে বিদেশে অনুষ্ঠিত কর্মশালা, সেমিনার স্টাডি ভিজিট এবং স্টাডি ট্যুর ইত্যাদিতে ৬০ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলি নিম্নরূপ-

   Sustaining Agricultural Productivity and Enhancing livelihoods through optimization crop and Associated Bio-diversity ;
৭. Final Workshop on the ADB project collection conservation and utilization of indigenous vegetables; এবং
৮. Planning meeting on ADB RETA 6067 promoting Utilization of Indigenous vegetables for Improved Nutrition of Resource Poor Households in Asia.

আলোচ্য সময়ে ৪৫ জন বিজ্ঞানী পিএইচডি কোর্স, ১৮ জন এমএস কোর্স এবং ১ জন পোস্ট-ডক্টরাল কোর্স শুরু করেন। এদের মধ্যে ৪৮ জন দেশে এবং ১৬ জন বিদেশে তাঁদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া এ সময়ে ২ জন বিজ্ঞানী তাদের পিএইচডি কোর্স, ৭ জন বিজ্ঞানী তাঁদের এমএস কোর্স সমাপ্ত করেন। এদের মধ্যে ৫ জন দেশে এবং ৪ জন বিদেশে তাঁদের কোর্সগুলো সম্পন্ন করেন।

ঙ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

১. পরিচিতি ঃ

১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর, ৭৬.৮২ হেক্টর জমির উপর ঢাকা শহর থেকে ৩৬ কিলোমিটার উত্তরে গাজীপুরে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI বা ব্রি) স্থাপিত হয়। ১৯৭৩ সালের এ্যাক্ট ১০ (Act X of 1973) এর মাধ্যমে এ ইনস্টিটিউট একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইনগত বিধিবদ্ধতা লাভ করে। ব্রি Ford Foundation, IRRI, IDA Credit, CIDA ও JICA এর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে যে সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গবেষণা করা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ঃ IRRI, DFID, FAO, CABI, Bio-Science, Cornell University and NRI.

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

আলোচ্য সময়ে ৫৮ জন উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীসহ মোট ৬২৪ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী ব্রি'তে কর্মরত ছিল। রাজস্ব খাতভুক্ত ৫৬৬ জনের মধ্যে ২০৫ জন প্রথম শ্রেণী, ৩৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণী, ১৯৭ জন তৃতীয় শ্রেণী এবং ১২৬ জন চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত। এ অর্থবছর রাজস্ব খাতে কোন নতুন নিয়োগ হয়নি। তবে উন্নয়ন খাতে ১১ জন প্রথম শ্রেণী এবং ৪২ জন দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী সহ মোট ৫৮ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ব্রি মুলত তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, সেগুলো হচ্ছে ঃ

- বাংলাদেশে ধানের বিভিন্ন মৌসুম ও পরিবেশের জন্য উপযুক্ত উফশী জাত ধান উদ্ভাবন ;
- মাঠ পর্যায়ে অধিক ফলন পাওয়ার লক্ষ্যে উন্নত ও লাগসই ধান উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ; এবং
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষকের মাঝে দ্রুত হস্তান্তর করার প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

- ধানের উন্নয়ন ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করা ;
- ধানের বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষনা কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা ;
- ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল (উফশী) জাতের ধানের প্রদর্শনী এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ ;

- ধান গবেষণা ও ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করা ; এবং
- ধান উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তির উপর সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও অগ্রসর কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

(১) ধানের জাত উদ্ভাবন ঃ

ক) উচ্চ ফলনশীল জাত ঃ গত ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে আমন মৌসুমে সমুদ্র উপকুলীয় লবনাক্ত এলাকায় চাষ করার জন্য ব্রি-ধান ৪০ এবং ব্রি-ধান ৪১ নামক ২টি লবনাক্ততা সহনশীলজাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সাময়িক অবমুক্ত করা হয়, যা চলতি ২০০২-২০০৩ সালে চুড়ান্তভাবে অবমুক্ত করা হয়। এ দু'টি জাত গাছের Reproductive phase এ ৮-১০ dS/m মাত্রার লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে। গত দু'বছরে বিআর-৬০৫৮-৬-৩-৩ এবং বিআর৫৫৪৩-৫-১-২-৪ নামে দুইটি অগ্রসরমান কৌলিক সারি বোনা আউশ হিসেবে চাষ করার জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৌলিক সারি ২টি অদুর ভবিষ্যতে জাত হিসেবে অবমুক্তি লাভ করবে। হেক্টর প্রতি ৭-৭.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম বিআর৪৮২৮-৫৪-৪-১-৪-৯ এবং বিআর৫৮৭৭-২-১-২-৩ নামক অগ্রগামী কৌলিক সারি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

খ) হাইব্রিড ধান ঃ ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে ব্রি হাইব্রিড ধান-২ উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় চুড়ান্ত পর্যায়ে আছে এবং তা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মুল্যায়িত হচ্ছে।

গ) সুপার রাইস ঃ ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে অতি উচ্চফলনশীল Super rice এ অগ্রগামী কৌলিক সারির সনাক্ত করা হয়েছে।

ঘ) জোয়ার ভাটা প্রবণ এলাকায় চাষাবাদের জন্য অগ্রগামী কৌলিক সারি ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে তথা বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলার অলবনাক্ত জোয়ার ভাটা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে স্থানীয় জাতের আবাদ করা হয়। কৃষক ও সম্প্র্রসারণ কর্মীদের অংশগ্রহণে অলবনাক্ত জোয়ার ভাটা প্রবণ এলাকায় পরিচালিত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এই অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য একটি আধুনিক ধানের সারি বিআর৬১১০-১০-১-২ সনাক্ত করা হয়েছে, যা অচিরেই একটি উন্নত জাত হিসেবে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। অলবনাক্ত জোয়ার ভাটা অধ্যুষিত এলাকায় মোট ৪,০৬,৯৪১ হেক্টর জমিতে উক্ত সারির চাষ করা সম্ভব। পর্যায়ক্রমে উপরোক্ত সারিটির আওতায় উক্ত জমি আনা হলে মোট ৫,৪৯,৪৫২ টন অতিরিক্ত ফলন পাওয়া সম্ভব।

২। ধান উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ঃ

ক) জৈব সার হিসেবে মুরগীর বিষ্ঠার ব্যবহার, খ) নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার, গ) সেচের পানির দক্ষতা বৃদ্ধি, ঘ) ধান-হাঁসের সমন্বিত চাষ, এবং চ) বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চলে ভু-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

(৩) অনিষ্টকারী পোকা ও বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

ক) ফেরোমন ব্যবহার করে মাজরা পোকা দমন, খ) পটাশ সার সহযোগে

Aknozol, Folicar অথবা Forastin ব্যবহার করে খোলপোড়া রোগ দমন এবং গ) পরিস্কার বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে শতকরা ১০ ভাগ ফলন বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(৪) কৃষি যন্ত্রপাতি জনপ্রিয়করণ।

৬. অন্যান্য প্রাসংগিক কার্যক্রম ঃ

ধান উৎপাদন প্রশিক্ষণ ঃ ২০০২-২০০৩ সালে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বিভিন্ন স্তরের ১১৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে ধান উৎপাদন ও ধান উৎপাদন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তিন শতাধিক কৃষক, ৪৬ জন ব্লক সুপারভাইজার ও ১১ জন এনজিও কর্মীকে মাঠ পর্যায়ে ধানের আধুনিক চাষাবাদের উপর ১ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মশালা ঃ বিগত বছরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে গবেষণা প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- সম্প্রতি উদ্ভাবিত ধান ও ধান ভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের নিয়ে ধান গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- গবেষণা কার্যক্রম মুল্যায়ন ও উন্নয়নের স্বার্থে বিজ্ঞানী ও দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদদের নিয়ে বাৎসরিক গবেষণা কর্মসুচী ও ফলাফল পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যোগাযোগ মেলা ঃ ধান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আয়োজিত যোগাযোগ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক থেকে শুরু করে গবেষক, সম্প্রসারণবিদ, দাতা সংস্থার কর্মকর্তা এবং নীতি নির্ধারকগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৭. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

আলোচ্য অর্থবছরে রাজস্ব খাতভুক্ত ৪ জন কর্মকর্তা স্বল্পমেয়াদী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও ১৩ জন কর্মকর্তা দেশের ভিতরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে ১০ জন রাজস্ব খাতভুক্ত ও ২ জন উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মকর্তা স্বল্পমেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ৫১ জন রাজস্ব খাতভুক্ত ও ২ জন উন্নয়ন খাতভুক্ত কর্মকর্তা বিভিন্ন দেশে

অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/ স্টাডি ভিজিট/ স্টাডি ট্যুর/ কনফারেন্স/ সভায় অংশগ্রহণ করেন। এসব প্রশিক্ষনের ব্যয় ভার PETRRA, IRRI, CIMMYT, Netherlands Govt., FAO, AIT, USAID, DFID ইত্যাদি সংস্থা কর্তৃক বহন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ২১ জন কর্মকর্তা তাঁদের পিএইচডি কোর্স, ১ জন পোস্ট- ডক্টরাল ও ৬ জন কর্মকর্তা এম এস কোর্স সম্পন্ন করেন (১২ জন দেশে ও ১৬ জন বিদেশে)। এ সময়ে ১২ জন কর্মকর্তা এম এস কোর্স, ২ জন পিএইচডি এবং ২ জন তাঁদের পোস্ট-ডক্টরাল কোর্স শুরু করেন (১০ জন দেশে এবং ৬ জন বিদেশে)।

চ) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

১. পরিচিতি ঃ

ভারত বিভক্তির পর ১৯৫১ সনে তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থায়নে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) স্থলে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি (PCJC) গঠিত হয়, যার সদর দপ্তর ছিল ঢাকায়। ১৯৫১ সালে পিসিজেসি এর অধীনে পাট গবেষণাগার স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে একটি এ্যাক্টের মাধ্যমে এটি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে ইনস্টিটিউটে কৃষি গবেষণা ও কারিগরী গবেষণা নামে দুইটি উইং (Wing) এবং উন্নয়ন খাতে কৃষি অর্থনীতি ও বাজার গবেষণা নামে একটি বিভাগ রয়েছে। কৃষি গবেষণা উইং এ পাটের কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা এবং কারিগরী গবেষণা উইং এ শিল্পে পাট ও পাটজাতীয় তন্তুর বহুমুখী ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা হয়। এ ছাড়াও কৃষকদের সময় উপযোগী চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাটের অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষণ স্টেশন এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, চান্দিনাতে চারটি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র এবং তারাবো, মনিরামপুর, দেবীগঞ্জ ও পটুয়াখালীতে চারটি উপকেন্দ্র রয়েছে। তদুপরি পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অর্থনীতি ও বাজার মুল্যায়নের জন্য উন্নয়ন খাতে অর্থনীতি ও বাজার গবেষনা বিভাগ রয়েছে। উল্লেখ্য, পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশী বিদেশী বীজ সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বিজেআরআইতে ১৯৮২ সালে বিশ্বের একমাত্র জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তর্জাতিক পাট স্টাডি গ্রুপ (আইজেএসজি) সহযোগী সদস্য হিসাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

একজন মহাপরিচালক সংস্থা প্রধান হিসেবে নিয়োজিত। তাঁর অধীন তিনজন পরিচালক, একজন পিএসও এবং একজন সিএসও পাঁচটি গুরুত্বপুর্ণ বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিষ্ঠানে মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৫১৬ টি। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় ২১ টি পদ অবলুপ্ত করার প্রস্তাব করায় বর্তমানে পদের সংখ্যা ৪৯৫ টি। এর মধ্যে ৮৫ টি পদ শুণ্য আছে। উপরন্তু সংস্থাপন মন্ ণালয় কর্তৃক বিজেআরআই এর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করায় রাজস্ব খাতে কর্মরত তৃতীয় শ্রেণীর ৪৫ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর ৬২ জন সহ মোট ১০৭ জন কর্মচারী উদ্বৃত্ত আছে। উন্নয়ন খাতে ৪৮ জন কর্মকর্তা / কর্মচারীসহ বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা ৪৫৮ জন। রাজস্ব খাতে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে ১১৭ জন প্রথম শ্রেণী, ১০ জন ২য় শ্রেণী, ১৫৩ জন ৩য় শ্রেণী এবং ১৩০ জন ৪র্থ শ্রেণীভুক্ত। অপরদিকে উন্নয়ন খাতে কর্মরত ৪৮ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর মধ্যে ১২ জন ১ম শ্রেনী, ৪ জন ২য় শ্রেণী, ২১ জন ৩য় শ্রেণী এবং ১১ জন ৪র্থ শ্রেণীভুক্ত। আলোচ্য অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে ৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩ জন

প্রথম শ্রেণী এবং ৪ জন ৪র্থ শ্রেনীভুক্ত। রাজস্ব খাতে কোন নতুন নিয়োগ দেয়া হয়নি। আলোচ্য অর্থবছরে ৩৪ জন প্রথম শ্রেণীভুক্ত, ৩ জন ২য় শ্রেণীভুক্ত এবং ৩ জন ৩য় শ্রেণীভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী কে পদোন্নতি দেয়া হয়।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১. গবেষণার মাধ্যমে উন্নত উচ্চ ফলনশীল পাট, কেনাফ ও মেস্তার জাত উদ্ভাবন, লবণাক্ততা, তাপমাত্রা সহনশীল ও আলোক অসংবেদনশীল এবং রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল জাত উদ্ভাবন, উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত সার ব্যবস্থাপনা ও পাট পচনের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।

২. পাটের কারিগরী (মৌলিক, প্রায়োগিক ও অ্যাডাপটিভ) গবেষণার মাধ্যমে প্রচলিত পাটজাত দ্রব্য সামগ্রীর মানোন্নয়নপুর্বক বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পণ্য উদ্ভাবন, পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও নতুন নতুন পণ্য তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং পাট শিল্পকে কারিগরী সহায়তা ও সেবা প্রদান করা।

৩. পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় পাটের ভুমিকা নিরূপন, নব উদ্ভাবিত পাট ও পাটজাত পণ্যের অর্থনীতি ও বিপণন গবেষণার মাধ্যমে এর গ্রহণযোগ্যতা যাচাই, পাটের বাজার সংশ্লিষ্ট বাধাসমুহ চিহ্নিত করে তা দুর করার উপায় নির্ধারণ।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

পাট চাষের উন্নয়ন ও পাট আশেঁর বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে স্বল্প খরচে অধিক উৎপাদনসহ লাভজনকভাবে উচ্চ ফলনশীল পাট উৎপাদন ও উন্নতমানের পাট আঁশ উৎপাদনের সময়োপযোগী ও অঞ্চলভিত্তিক আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তি কৃষকের মাঠে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমুহ গ্রহণ করা ঃ

- পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরী ও অর্থনৈতিক গবেষণা, উন্নয়ন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং আঁশজাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণার ফলাফল সম্প্রসারণ।
- উন্নতমানের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসহ পাট বীজ উৎপাদন, পরিচালন, পরীক্ষণ, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে উন্নতমানের পাট বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও নির্বাচিত চাষী, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্সীর নিকট বিতরণ।
- পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসল, পাটজাত পণ্য ও আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, পাইলট প্রজেক্ট এবং খামার স্থাপন।
- পাট আঁশের বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে চিকন সুতা উৎপাদনের পদ্ধতি ও পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও পরীক্ষণসহ পাট পণ্যের মুল্য সংযোজনকল্পে গবেষণা পরিচালনা।

- পাটের মৌলিক ও ফলিত গবেষণা দ্বারা পাট শিল্পের উন্নয়ন, উদ্ভাবিত পাট দ্রব্য আকর্ষণীয় ও শোভনীয় করার জন্য উচ্চতর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে পাট বস্ত্র রঞ্জিতকরণ।
- পাট ও পাটজাত দ্রব্যের গুনাগুণ পরীক্ষাসহ মূল্য সংযোজনকরতঃ পাটজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহার বৃদ্ধি করা, পাটপণ্যের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করা, পাট পণ্য ব্যবহার করে পরিবেশ দুষণমুক্ত করা।
- দেশীয় ও বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আয় বৃদ্ধি করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ইনস্টিটিউটের বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, মনোগ্রাম, বুলেটিন এবং পাট গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা। পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসলের চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অগ্রসর চাষীদের প্রশিক্ষণ এবং পাট সংক্রান্ত কারিগরী গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্পর্কে জনশক্তির প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন এবং এ অবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন ও পরিচালনা।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

২০০২-২০০৩ অর্থবছরে বিজেআরআই ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এজন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীর মাধ্যমে প্রাপ্ত ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় করা হয়।

আলোচ্য অর্থ বছরে পাট গবেষণায় নিম্নবর্ণিত সাফল্য অর্জিত হয়েছে ঃ

১. ও-৭২ নামে তোষা পাটের একটি নতুন জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এই জাতটি ফাল্গুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বপন করা যায় (অন্য কোন তোষা জাত এত আগে বপন করা যায় না) ও প্রচলিত জাতের চেয়ে ৭.৫% অধিক ফলন দেয়।

২. নীল রং এর বীজ বিশিষ্ট দেশী পাটের একটি নতুন জাত অবমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষণসমুহ চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই জাতটি অবমুক্ত করা হলে পাট জাত দ্রব্যাদি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় ব্লিচিং খরচ অর্ধেকের বেশী কমে যাবে। কারণ, এই জাতটির আঁশ অত্যন্ত সাদা। ফলে পাটের বহুমুখী ব্যবহারে নব দিগন্তের সুচনা হবে।

৩. বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য কাগজ কলে সেলুলোজ জাতীয় কাঁচা মাল ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যা বাংলাদেশের পাট, কেনাফ ও মেস্তা দ্বারা পুরণ করা সম্ভব। সারা বছর ব্যাপী বিশেষ করে শীত মৌসুমে কাগজ কলে কাঁচামাল সরবরাহ অবিঘ্নিত রাখার উদ্দেশ্যে বিজেআরআই এর একটি নতুন কেনাফ জাত উদ্ভাবন চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৪. পাটের সাথে অন্যান্য প্রাকৃতিক/ কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রণে সুতা তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং উক্ত উদ্ভাবিত সুতা দিয়ে বিভিন্ন ফার্নিশিং ফেব্রিক্স, অন্যান্য ফেব্রিক্স এবং নিটিং উলের বিকল্প সুতা তৈরি করা হয়েছে।

৫. ‘জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার’ নামে বিজেআরআই এর আওতাধীন একটি প্রকল্পে পাট আঁশের সাথে তুলা, রেশম, পশম, পলিয়েস্টার ইত্যাদির সংমিশ্রণে পাটজাত টেক্সটাইল পণ্য তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন

করা হয়েছে। উদ্ভাবিত পণ্যের মধ্যে ডেনিম (জিন্স), ফার্নিশিং ফেব্রিক্স (দরজা জানালার পর্দা, সোফা কভার ইত্যাদি), শপিং ব্যাগ শিল্পোদ্যোক্তা ও ভোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

খ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম ঃ

১. লোনা মাটি অঞ্চলে পাটের গবেষণার জন্য পুর্ববর্তী অর্থ বছরে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া থানায় একটি উপকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ১০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

২. পলিথিন ব্যাগের বিকল্প হালকা পাটের ব্যাগের প্রযুক্তি প্রায় ৩০০ জন শিল্পোদ্যোক্তার কাছে হস্তান্তরের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৩. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬০০ কৃষককে আধুনিক পদ্ধতিতে পাট ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ও অঞ্চল ভিত্তিক পাট পচানোর প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং পাট চাষীদের উপস্থিতিতে পাট চাষ প্রযুক্তি বিষয়ক ফলাফল প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন এগ্রো ইকোলোজিক্যাল জোনে মাঠ দিবস পালন করা হয়েছে।

৪. বিগত বছর তোষা ও দেশী পাটের বিভিন্ন জাতের ১০০০ কেজি প্রজনন বীজ বিএডিসিকে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রজনন বীজ হতে বিএডিসি প্রত্যয়িত বীজ উৎপন্ন করে কৃষকের নিকট সরবরাহ করে থাকে।

৫. ‘নিজের বীজ নিজে করি’ কর্মসুচীর আওতায় বিজেআরআই ৭০০ কেজি উন্নত মানের পাট বীজ ক্ষুদ্র চাষীদের নিকট বিনামুল্যে বিতরণ করেছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

আলোচ্য অর্থবছরে উন্নয়ন খাতের ১০ জন কর্মকর্তা এবং রাজস্ব খাতের ৮ জন কর্মচারী ৮ টি বিষয়ে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন। উন্নয়ন খাতভুক্ত ৬১ জন ও রাজস্ব খাতভুক্ত ১ জন কর্মকর্তা এবং রাজস্ব খাতভুক্ত ১ জন কর্মচারী ৫ টি ওয়ার্কশপ, ১ টি সেমিনার এবং ১ টি ফিল্ড ভিজিটে অংশগ্রহণ করেছেন। এ সময়ে পাটের বহুমুখী ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়ে ২ জন কর্মকর্তা এম এস এবং ২ জন কর্মকর্তা পিএইচডি কোর্স (বাংলাদেশে) সম্পন্ন করেছেন। এরা সবাই দেশের ভিতরে তাঁদের উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছেন।

ছ) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

১. পরিচিতি ঃ

১ লা জুলাই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র নামে সংস্থাটি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, ময়মনসিংহে তা স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮২ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনা হয়। ১৯৮৪ সালে এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্রকে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির সাথে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আই এ ই এ)-এর সম্পৃক্ততা রয়েছে।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সংস্থার প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। ১ জন পরিচালক (গবেষণা) ও ১ জন পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস) সহ রাজস্ব খাতে মোট জনবল ২৮২ জন। এ ছাড়া সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৫৬টি জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মোট বিজ্ঞানীর সংখ্যা ৮৭ জন। আলোচ্য সময়ে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ছিল ৩১৪ জন। এর মধ্যে ২৫৯ জন রাজস্ব খাতে এবং ৫৫ জন উন্নয়ন খাতে কর্মরত ছিল।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে বংশগতি ধারায় চিরস্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করতঃ উন্নতমানের অধিক ফলনশীল ধান, পাট, কলাই, তুলা, তৈলবীজ, সবজি, ইক্ষু জাতীয় শস্যের উদ্ভাবন।
- মাটির ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যাবলী নিরূপণ, বিভিন্ন ফসলের জন্য সার সুপারিশমালা প্রণয়ন, রোগ ও পোকা দমনের পদ্ধতি নির্ণয়, সুষ্ঠু সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত নতুন জাতসমুহের কৃষিতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন অঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো, আর্থ-সামাজিক গবেষণা, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং কৃষকদের নিকট উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও একে অন্যের সম্পুরক হিসেবে কাজ করা।
- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমুহের কৃষি গবেষণায় পারমানবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান এবং এমএসসি (এজি) ও পিএইচডি ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর গবেষণা কাজ তত্ত্বাবধান করা অত্র ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের অন্যতম দায়িত্ব।

ভিশন স্টেটমেন্ট ঃ প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতির বাইরে পরমাণুশক্তি ও বায়োটেকনোলজির সমন্বয়ে খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু নতুন জাত উদ্ভাবন এবং মৃত্তিকা, শস্য ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, পেস্টিসাইড রেসিডিউ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

অধিক ফলনশীল ধান, পাট, কলাই, তৈলবীজ, সবজি, তুলা জাতীয় শস্যের উদ্ভাবন। মৃত্তিকা, রোগবালাই, কীটপতঙ্গ ও সেচ ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে খরা ও লবণাক্ত এলাকা উন্নয়ন, শস্যের ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি যাচাই ও হস্তান্তর।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

ক) গবেষণা কার্যক্রম ঃ উন্নতমানের অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবন এবং অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চালানো হয়েছে। এর মধ্যে টমেটোর ২টি লাইন, মসুরের ৪টি লাইন এবং গ্রীষ্মকালীন মুগের ৪টি লাইন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, ফসফেটিক বায়োফার্টিলাইজার ও আর্সেনিক বিষয়ক গবেষণায় সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

খ) নতুন জাত/ পদ্ধতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি উদ্ভাবন ঃ ইনস্টিটিউট থেকে উন্নত জাত ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে আবেদনের প্রেক্ষিতে বিনাপাটশাক-১, বিনাতিল-১, বিনাসরিষা-৫ ও বিনাসরিষা-৬, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

২০০২-২০০৩ অর্থ বছর বিনা ২টি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে, যেখানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বিনার কর্মকর্তাগণও অংশ নেন। এ ধরণের চারটি ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে বিনার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্য সময়ে ২জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে এবং ৪জন কর্মকর্তা বৈদেশিক ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও স্টাডিভিজিটে অংশ নেন। তাছাড়া ৪ জন কর্মকর্তা তাঁদের পিএইচডি কোর্স ও ৬ জন কর্মকর্তা পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স (৮ জন দেশে এবং ২ জন বিদেশে) সম্পন্ন করবেন ।

জ) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)

১. পরিচিতি ঃ

১৯৫১ সালে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তান সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাবনার ঈশ্বরদীতে ‘ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র’ স্থাপিত হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালে ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রটিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন তৎকালীন বাংলাদেশ চিনিকল সংস্থার (বর্তমান বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা) নিকট হস্তান্তর করা হয়। ১৯৭৪ সালে প্রকল্পের মাধ্যমে ‘ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে কেবিনেট সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে আওতায় আনা হয়। ১৯৯৬ সালে অধ্যাদেশ বলে ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে বিলুপ্ত করে স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয় (অধ্যাদেশ নং ২৩, ১৮ জুন ১৯৯৬)। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন (১৯৯৬ সনের ১১ নং আইন) প্রণীত হয় এবং ২০০২ সালে তা সংশোধিত হয় (২০০২ সনের ২১ নং আইন)।

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে অবস্থিত। ঠাকুরগাঁও ও গাজীপুরে দু'টি আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং রাজশাহী, জয়পুরহাট, জামালপুর, রহমতপুর (বরিশাল) ও চুয়াডাঙ্গায় এ প্রতিষ্ঠানের ৫(পাঁচ) টি উপ-কেন্দ্র রয়েছে।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সংস্থার প্রধানের পদবী মহা-পরিচালক। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে কর্মরত ২৯৩ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর মধ্যে ২২৬ জন রাজস্ব ও ৬৭ জন ছিলেন উন্নয়ন খাতভুক্ত।৭৬ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার মধ্যে ২৭ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৯ জনের মধ্যে ১ জন, ১০১ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে ২৩ জন এবং ৯৭ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে ১৬ জন উন্নয়ন খাতে কর্মরত। আলোচ্য বছরে কোন নব-নিয়োগ হয়নি তবে প্রথম শ্রেণীর ১টি পদে ১ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় গুড়, চিনি ও পানীয় সিরাপের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে উন্নত জাতের ইক্ষু উৎপাদন ও কলা কৌশল উদ্ভাবন।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

- চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনে উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসুচী প্রণয়ন করা।
- চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সহযোগী প্রযুক্তি ও কলা কৌশল উদ্ভাবন করা।

- ইক্ষু ভিত্তিক খামার তৈরীর উপর গবেষণা করা এবং উহার অর্থনৈতিক সুবিধাসমুহ চিহ্নিত করা।
- চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের ব্যবহারের কলাকৌশল ব্যবহার করা।
- সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে বিদেশী ও আন্তর্জাতিক গবেষণা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইক্ষু বিষয়ক যৌথ কর্মসুচী গ্রহণ করা।
- ইক্ষু চাষীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

ক) নিম্ন বর্ণিত জাত তিনটি বানিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছে ঃ

ঈশ্বরদী ৩২ ঃ অবমুক্তির সন ২০০২, ফলন ১০৪ টন/ হেক্টর, চিনি আহরণের হার ১০.২৩%। লম্বা কান্ড বিশিষ্ট মধ্যম মোটা ও মধ্যম পরিপক্ক। গুড়ের গুণগত মান মধ্যম ধরণের। বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতায় সহিষ্ণুতার দিক থেকে জাতটি যথাক্রমে খুবই সহিষ্ণু, সহিষ্ণু ও মাঝারী ধরণের সহিষ্ণু।

ঈশ্বরদী ৩৩ ঃ অবমুক্তির সন ২০০২, ফলন ১০০ টন/ হেক্টর, চিনি আহরণের হার ১১.৩১%। আগাম পরিপক্ক জাত। গুড়ের গুনগত মান মধ্যম। জাতটি বন্যা ও খরা ভালভাবে সহ্য করতে পারে তবে জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ক্ষমতা মাঝারী ধরণের।

ঈশ্বরদী ৩৪ ঃ অবমুক্তির সন ২০০২, ফলন ৯৩ টন/ হেক্টর, চিনি আহরণের হার ১০.৬৮%। ভারত থেকে প্রবর্তিত জাত। মধ্যম লম্বা কান্ড বিশিষ্ট মধ্যম মোটা ও মধ্যম পরিপক্ক। গুড়ের গুণগত মান মধ্যম মানের। বন্যা, খরা ও জলাবদ্ধতায় সহিষ্ণুতার দিক থেকে জাতটি যথাক্রমে খুবই সহিষ্ণু, সহিষ্ণু ও মাঝারী ধরণের সহিষ্ণু।

এছাড়া আলোচ্য সময়ে আরো দু'টি ইক্ষুক্লোনের মাঠ মুল্যায়ন শেষ করা হয়েছে। অচিরেই ইক্ষুজাত ঈ-৩৫ ও ঈ-৩৬ নামে অবমুক্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

খ) ইক্ষুভিত্তিক ফসল বিন্যাস ঃ

জোড়া সারি পদ্ধতিতে আখের সাথে এক বা একাধিক সাথী ফসলের চাষের সাফল্যজনক নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রথম সাথী ফসল হিসেবে আলু, বাধাকপি, সরিষা এবং গাজর চাষ করে হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৪৭,৩১০, ৩৪,০০০, ৩,৯৩৫ ও ৪৪,৭২৫ টাকা লাভ পাওয়া যায়। এছাড়া মুগবীন, বেবীকন, পেয়াজ, কালজিরা এবং মেথি চাষ করে যথাক্রমে হেক্টর প্রতি ৩৮,৩১৫, ৬৩,৬২৯, ৩৬,৯১০, ১২,৫৬৫ এবং ২১,৮৮৫ টাকা লাভ পাওয়া যায়।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার ৪১ জন মহাব্যবস্থাপক/ উর্দ্ধতন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ২০/১০/০২ তারিখে ‘‘ইক্ষুর চিনি আহরণ হার বৃদ্ধির প্রযুক্তিগত দিক’’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ-কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ইক্ষু উৎপাদনে মাঠ পর্যায়ের সমস্যার নিরিখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণার ক্ষেত্রসমুহ চিহ্নিতকণের লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবছরও ১৮/০৫/২০০৩ ইং তারিখে ‘‘গবেষণা-সম্প্রসারণ’’ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় বিএসআরআই এর বিজ্ঞানী, বিএসএফআইসি, ডিএই, চিনিকল, এনজিও এবং ইক্ষুচাষীসহ সর্বমোট ৯৮ জন অংশগ্রহণ করেন।

সমালোচ্য সময়ে রাজস্ব খাতভুক্ত ২ জন কর্মকর্তা, ৬ জন কর্মচারী এবং উন্নয়ন খাতের ১ জন কর্মচারী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এছাড়া উন্নয়ন খাতভুক্ত ২ জন কর্মকর্তা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীতে অনুষ্ঠিত IMED Reporting সম্পর্কিত একটি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। রাজস্ব খাতভুক্ত ২ জন কর্মকর্তা ১টি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের Mid-term Review meeting এ অংশগ্রহণের জন্য বিদেশ গমন করেন। প্রতিবেদনাধীন বছরে ১ জন কর্মকর্তা তাঁর পিএইচডি কোর্স সম্পন্ন করেন।

ঝ) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)

১. পরিচিতি ঃ

১৫ জানুয়ারি, ১৯৯২ সনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের আওতা হতে রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা নিয়ে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে স্বায়ত্ত শাসিত এ সংস্থা গঠন করা হয়। এর সদর দপ্তর রাজশাহীতে অবস্থিত। সংস্থাটি সরাসরি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বধানে পরিচালিত। অন্যান্য কার্যক্রম ছাড়াও আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউএনডিপি এর অর্থানুকুল্যে সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের সঙ্গে সংস্থাটি জড়িত রয়েছে।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সংস্থা প্রধানের পদবী 'নির্বাহী পরিচালক'। সংস্থার মোট জনবল ৭৫৬ জন। এছাড়া ১০ জন প্রকল্পের বিপরীতে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত আছেন। এ জনবলের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ৫৬ জন, দ্বিতীয় ১২৭ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ৪৪৪ জন ও চতুর্থ শ্রেণীর ১৩৯ জন। এসব পদগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

সংস্থার প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

- গভীর নলকুপ খনন এবং আবাদযোগ্য জমি নিয়ন্ত্রিত সেচ সুবিধার আওতায় আনা ;
- ভু-পরিস্থ পানির উৎস বৃদ্ধির জন্য খাল ও খাস মজা পুকুর পুনঃখনন করা এবং মৎস্য চাষ ;
- ফসল বাজারজাতকরণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ সড়ক পাকাকরণ ;
- সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন ;
- প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা আনয়ন ও মরু প্রক্রিয়া রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন ও নার্সারী সম্প্রসারণ ;
- সেচ এলাকা বৃদ্ধিকল্পে পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ ;
- স্থাপিত গভীর নলকুপ হতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামে খাবার পানি সরবরাহ ;
- ফসলের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ; এবং
- অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা। এছাড়াও দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা কর্তৃপক্ষের ইউনিট-২ হিসেবে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে কর্মপরিধিতে যুক্ত হয়েছে।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

ক. উন্নয়নমুলক ঃ

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এর মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এ সময়ে ৫৪৮.৭৫ লক্ষ টাকা (জিওবি অর্থ) উন্নয়ন খাতে ব্যয়িত হয়, যা এডিপি বরাদ্দের শতভাগ।

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল ঃ

ক্রঃ নং	উন্নয়ন কার্যক্রম	অগ্রগতির পরিমাণ
১.	গভীর নলকূপ স্থাপন	৪২১ কিউঃ
২.	সেচের পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	৩০৬ টি
৩.	গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়ন	২৫০ টি
৪.	বনায়ন	৫.১৬ লক্ষ
৫.	সড়ক নির্মাণ	৩৭ কিঃ মিঃ
৬.	সড়ক মেরামত	৩৭৫ কিঃ মিঃ
৭.	গভীর নলকূপ থেকে খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা	১২ টি
৮.	খাস মজা পুকুর পুনঃ খনন	৫০ টি
৯.	খাস খাল/খাড়ি পুনঃ খনন	৮.৮০ কিঃ মিঃ
১০.	ক্রস ড্যাম নির্মাণ	৮ টি

বরেন্দ্র অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থা এবং পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উপরোক্ত কর্মসুচী এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। সেচকৃত জমির পরিমান ১৩% থেকে বেড়ে এখন ৩৬.৮৬% এবং ফসলের নিবিড়তা (crop intensity) ১৭% থেকে ১৭৪.৬৪% এ উন্নীত হয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে আলোচ্য সময়ে অতিরিক্ত প্রায় ১১ লক্ষ মেঃ টন খাদ্য উৎপন্ন হয়েছে। এলাকায় অর্থনৈতিক গতিপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ও অধিক কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। বনায়ন ও কৃষি কাজে নারী শ্রমিকের সম্পৃক্ততা বেড়েছে ও তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

গ. প্রশাসনিক ঃ

বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের বিস্তৃর্ণ জনপদ বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার ১৩টি উপজেলায় সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উত্তর বাংলাদেশ গভীর নলকুপ প্রকল্প নামে একটি গভীর নলকুপ সেচ প্রকল্প স্থাপিত হয় ১৯৮৪-৯০ সালে। সর্বমোট ১,২১৭ টি গভীর নলকুপ স্থাপন করে এর কার্যক্রম শুরু করা হলেও বিভিন্ন কারণে ২য় প্রকল্পটির কার্যক্রম দিন দিন সংকুচিত হয়ে কালক্রমে একেবারে স্থবির হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় প্রকল্পটির দায়িত্বভার বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিকট দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ দক্ষতার সাথে মৃতপ্রায় এই প্রকল্পের ১,২১৭টি গভীর নলকুপের সবগুলো সাফল্যের সঙ্গে চালু করে এলাকার জনগণের প্রত্যাশা পুরণ করেছে। বর্তমানে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ইউনিট-২ নামে কর্তৃপক্ষের দ্বিতীয় ইউনিট হিসেবে প্রকল্পটি সফলতার সাথে জনসেবার দায়িত্ব পালন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় গত সেচ মৌসুমে ২০ হাজার একর জমি সেচ সুবিধা পেয়েছে, উৎপাদিত হয়েছে অতিরিক্ত প্রায় ৪০ হাজার মেঃ টন ফসল।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

গভীর নলকুপ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে তিন দিনের একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ১৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ট) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)

১. পরিচিতি ঃ

বর্তমান ইনস্টিটিউটটি ১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের কৃষি ও পুর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সয়েল সার্ভে প্রজেক্ট অব পাকিস্তান' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশের প্রাথমিক জরিপ (Reconnaissance Soil Survey) সম্পন্ন করা। ১৯৬৯ সালে ইহা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ' রূপে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮৩ সালে মৃত্তিকা জরিপ বিভাগটি পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণপুর্বক 'মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' তথা Soil Resource Development Institute (SRDI) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর প্রধান একজন পরিচালক। প্রতিষ্ঠানের কর্মসুচী ৫টি কারিগরী বিভাগ, ২টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ১টি প্রশাসনিক শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশের বৃহত্তর জেলাসমুহে এ প্রতিষ্ঠানের জেলা অফিস রয়েছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে ১৪৮ জন উন্নয়ন খাতের জনবলসহ মোট ৫৫৭ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। এ সময়ে রাজস্ব খাতে ১ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ও উন্নয়ন খাতভুক্ত প্রকল্পে ৪ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ৪ জন কর্মচারী নব-নিয়োগ লাভ করেন। একই সময়ে ৮ জন প্রথম শ্রেণী, ২ জন ২য় শ্রেণী এবং ৫ জন তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক) ভুমি ও মৃত্তিকা সম্পদের বিভিন্ন পর্যায়ের জরিপ, শ্রেণী বিন্যাস, বর্ণনা ও মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন।

খ) মৃত্তিকা জরিপ লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে ভুমি মৃত্তিকা সম্পদের মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

গ) প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক গবেষণার ভিত্তিতে ভুমি ও মৃত্তিকা সম্সদের তথ্য ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, মানচিত্রায়ন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

ঘ) মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত এবং টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে উপকারভোগী বিভিন্ন সংস্থার চাহিদাভিত্তিক তথ্য/ উপাত্ত/ মানচিত্র প্রণয়ন এবং সেবা ও সুপারিশ প্রদান।

ঙ) মৃত্তিকা ও ভুমির অবক্ষয়রোধে বিভিন্ন কার্যক্রমসহ সুষম সার ব্যবহার বিষয়ক কৃষকসেবা কার্যক্রম গ্রহণ।

চ) GIS প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভুমি ও মৃত্তিকা সম্পদ বিষয়ক তথ্য/ উপাত্তের বিশ্লেষণপুর্বক গবেষণা/ পরিকল্পনা এবং তৃণমুল পর্যায়ে অন্যান্য ব্যবহারকারীগণকে পরামর্শমুলক সেবা প্রদান।

ছ) মাটি, সার, পানি ও ভারি পদার্থ, যথা- আর্সেনিক, লেড ইত্যাদির উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন প্রকারের সরকারী/ বেসরকারী পর্যায়ের উপকারভোগী সংস্থা/ চাহিদা প্রদানকারীকে তথ্য/ উপাত্ত/ সেবা প্রদান।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

ক) সমগ্র দেশের ভুমি ও মাটি জরিপ করে উপজেলা ভিত্তিক নির্দেশিকা ও উপকারভোগীর চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা জরিপ প্রণয়ন এবং ঐ সকল তথ্য ভিত্তি নিয়মিত আপডেট করা।

খ) কৃষকের জমির নমুনা সংগ্রহ করে স্থায়ী গবেষণাগারে বিশ্লেষণপুর্বক উপযোগী ফসল/ ফসলবিন্যাস ভিত্তিক সার ব্যবহার সুপারিশ প্রদান করা।

গ) নির্দেশিকা ব্যবহার করে স্থানভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, হস্তান্তরের জন্য ট্রায়াল ও প্রদর্শনীর উপযোগী স্থান নির্বাচন।

ঘ) উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহারের জন্য ডিএই-এর উপজেলা পর্যায় থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মীগণ ও অন্যান্য গবেষণা/ সম্প্রসারণ কর্মী, কৃষিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, জিটিআই ও এটিআই-এর প্রশিক্ষকসহ বিভিন্ন প্রকার সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মীগণকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঙ) মাটির স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিবছর নির্ধারিত উপজেলার কৃষককগণের মধ্যে সয়েল হেলথ্ কার্ড বিতরণ ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ।

চ) 'ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগার' -এর মাধ্যমে কৃষকের জমিতে গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নমুনা বিশ্লেষণপুর্বক ফলাফলসহ বর্তমান ও সম্ভাব্য ফসল/ ফসল বিন্যাসভিত্তিক সুষম সার সুপারিশ প্রদান।

ছ) এসআরডিআই- এর বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত মৃত্তিকা অণুজীব ও প্রাণরসায়ন বিষয়ক গবেষণা এবং এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা কেন্দ্রের (Soil conservation and Watershed Management Centre) মাধ্যমে মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ, মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও গবেষণামুলক কাজের দ্বারা স্থানভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।

জ) লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রে (Salinity Management and Resource Centre) মাধ্যমে উপকুলীয় অঞ্চলের জন্য উপযোগী ফসল/ ফসল বিন্যাস নির্বাচন এবং স্থানভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের জন্য বিভিন্ন গবেষণা ও পরিবীক্ষণমুলক কাজ পরিচালনা করা।

ঝ) মাটি ও পানির আর্সেনিকসহ অন্যান্য ভারী পদার্থ পরীক্ষা করা ও উপকারভোগী সংস্থাসমুহের নিকট প্রাপ্ত তথ্য/ উপাত্ত সরবরাহ করা।

ঞ) রাসায়নিক সারের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে সারের গুণগত মান সম্স্পর্কে জানতে আগ্রহী ব্যক্তি ও সংস্থাসমুহের নিকট তথ্য/ উপাত্ত সরবরাহ করা।

ট) ডিআইএস প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্থানভিত্তিক ভুমি ও মৃত্তিকার তথ্য সম্বলিত মৌজা, ইউনিয়ন/ উপজেলা পর্যায়ে মানচিত্র প্রস্তুত করে কৃষক সেবা প্রদান ও স্থানভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য তথ্য/ উপাত্ত/ মানচিত্র সরবরাহ করা।

ঠ) জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ফসলের উপযোগী এলাকা চিহ্নিত মানচিত্র প্রস্তুত করা।

ড) সমস্যাক্লিষ্ট এলাকার মানচিত্র প্রস্তুত করা।

ঢ) ফসলের উপযোগী মৃত্তিকা উর্বরতা মান বজায় রাখার লক্ষ্যে মৃত্তিকা উর্বরতা পরিবীক্ষণ এবং মৃত্তিকা লবনাক্ততা পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

ত) মৃত্তিকার বহন ক্ষমতা (Carrying capacity of soil) নিরূপণের মাধ্যমে খাদ্যে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতিযুক্ত এলাকা চিহ্নিতকরণ।

থ) টেকসই ভুমি ব্যবহারের লক্ষ্যে Land Zoning and Land budgeting এবং ভুমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উন্নয়নখাতের কর্মকান্ড ঃ

১) জুলাই, ২০০৩ এর মধ্যে ৩৫টি নির্দেশিকা মুদ্রণের মাধ্যমে দেশের ৪৫৯টি নির্দেশিকা মুদ্রণ প্রক্রিয়ার কাজ সমাপ্ত হয়। ৫টি উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্স্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা আপডেট করা হয়েছে।

২) মৃত্তিকা উর্বরতা, লবণাক্ততা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ কর্মসুচীর আওতায় ২০টি জেলার মোট ৪০টি পরিবীক্ষণ সাইটের ফসল, ফসলবিন্যাস, লবণাক্ত মৃত্তিকা ও কৃষি তাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া মাটি, পানি, ফসল এবং পরিবেশ বিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে।

৩) টাংগাইল জেলার ১১টি উপজেলার ভুমি ব্যবহার মানচিত্র নবায়ন এবং গাজীপুর সদর উপজেলার বোরো উফসী উপযোগী এলাকার মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪) আবাদী জমির বহন ক্ষমতা নির্ধারণ কর্মসুচীর আওতায় ৪টি উপজেলার মৃত্তিকার বহন ক্ষমতা বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে।

৫) কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং ইএসটিএল প্রকল্পাধীনে স্থাপিত গবেষণাগারসমুহে সর্বমোট ১৬,৮৯১ টি বিভিন্ন নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬) সয়েল হেলথ্ কার্ড কর্মসুচীর আওতায় বিগত ১ বছরে ৯১৬ জন কৃষকের জমির মাটি পরীক্ষাপুর্বক মাটির স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ কার হয়েছে।

৭) খরিপ রবি মৌসুমে মোট ৪৮টি উপজেলার কৃষি জমির মোট ১,৫০০টি মৃত্তিকা নমুনার বিশ্লেষণ ও ফসল বিন্যাস ভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

৮) উপজেলা নির্দেশিকা ব্যবহার করে সুষম সার ব্যবহারের লক্ষ্যে মোট ৪,৭৮৪টি সার সুপারিশ কার্ড কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

৯) পাহাড়ী ঢালে উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদনে সম্ভাব্যতা বিষয়ে গবেষণা করা হয়েছে।

- ১ হেক্টর বিশিষ্ট ৩টি মাইক্রো ওয়ারশেড মডেলের উপর গবেষণা করা হয়েছে।
- মৃত্তিকা ক্ষয়ের পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে ঢালু পাহাড়ী জমিতে চাষাবাদের বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চালানো হয়েছে।

১০) মৃত্তিকা ও পানির লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনা ঃ

- লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রের বিভিন্ন লবণাক্ত মাটির দ্রবণীয় লবণের ক্যারকটারাইজেশন এবং ভৌত গুণাবলী বিষয়ক ২টি গবেষণা কর্মসুচী।
- মৃত্তিকার উপর ভূ-গর্ভস্থ লবণাক্ত পানি এবং নদীর লবণাক্ত পানির প্রভাবউপকুলীয় লবণাক্ত
- মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় মালচিং এ প্রভাব; এবং
- ফার্ম পন্ড টেকনলোজি বিষয়ক ৬টি গবেষণা কার্যক্রম।

১১) সারের গুণগতমান নিরূপণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত মোট ৫০০টি সারের নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১২) বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ২টি উপকেন্দ্র এবং মৌলভীবাজরস্থ ১টি চা বাগানের বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তা'ছাড়া ৫টি উপকেন্দ্রের জরিপ প্রতিবেদন প্রণয়ন/ সম্পাদনা করা হয়েছে।

১৩) বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতের ধান, গম, তৈলবীজ, মসলা চাষের উপযোগী এলাকার উপজেলা ভিত্তিক তথ্য প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং বাংলাদেশের মৃত্তিকা লবণাক্ততা শীর্ষক প্রতিবেদন সম্পাদনাপুর্বক প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪) ১৮টি উপজেলার মৃত্তিকা ও ভূমিরূপ মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। তা'ছাড়া চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে ১২টি ডিজিটাল মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৫) ডাটা বেইজ তৈরী ও সংরক্ষণ ঃ

- ৩টি উপজেলার ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকার ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।
- স্থানভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকার উপযোগী ফসল ও ফসলবিন্যাস নির্ণয়ের লক্ষ্যে ২টি ইউটিলিটি সফটওয়ার তৈরী করা হয়েছে।

১৬) বিভিন্ন মৃত্তিকা সিরিজসমুহকে ফ্যামিলি পর্যায়ে শ্রেণীবিন্যাস করা এবং বিভিন্ন সিরিজের কর্দম কনিকার খনিজ

উপাদান বিশ্লেষণ (এক্সরে ডিফ্রেকশান পদ্ধতি) কর্মসুচীর আওতায় ১৫টি মৃত্তিকার কর্দম কনিকার খনিজ উপাদান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ৪৮৩টি মৃত্তিকা সিরিজকে ফ্যামিলি পর্যায়ে শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্যে ২৫৮টি গ্রুপে পুনঃবিন্যাস করা হয়েছে।

১৭) মানচিত্রাংকনঃ

- ৫টি জেলা ও ৫টি উপজেলার ভুমি ব্যবহার ও ভুমিরূপ মানচিত্রসহ মোট ৩৮টি মানচিত্র চুড়ান্তভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। তা'ছাড়া ৫২টি বিভিন্ন মানচিত্র সংশোধন, সংকোচন ও ড্রাফট তৈরী করা হয়েছে। ১০টি মানচিত্র ডিজিটাইজিং করা হয়েছে।
- আঞ্চলিক/ জেলা পর্যায়ে ২৯২টি মানচিত্র আপডেট করা হয়েছে।
- বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ৩২৪ কপি মানচিত্রের মুদ্রণ কাজ সম্প্লন্ন করা হয়েছে।

১৮) উপজেলা নির্দেশিকা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৮টি ব্যাচে ডিএই'র উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের ২২৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৯) ২০০০ টি লিফলেট, ২০০ টি পোষ্টার, ২৪টি বেতার কথিকা, ১টি টিভি কর্মসুচী সম্প্রচার এবং ১২,৪৫০ উপজেলা ভুমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা বিতরণ করা হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

২০০২-২০০৩ অর্থ বছর SRDI অনেকগুলো অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে যাতে SRDI সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শতাধিক কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া ৩ জন কর্মকর্তা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে এবং ৬ জন কর্মকর্তা ২টি ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণে অংশ নেন। অভ্যন্তরীণ ওয়ার্কশপেও SRDI এর কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহন করেন। SRDI এর ৪ জন কর্মকর্তা ৩টি স্বল্পমেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন। এদের অর্থায়নের উৎস ছিল JICA, Denmark ও USA । এছাড়া এ সময় ৪ জন কর্মকর্তা তাঁদের পিএইচডি কোর্স শুরু করেন এবং ১ জন সম্পন্ন করেন। একজন কর্মকর্তা পোস্ট-ডক্টরাল কোর্স শুরু করেন এবং একজন কর্মকর্তা এ কোর্স সমাপ্ত করেন। এ সময়ে ২ জন কর্মকর্তা এম এস কোর্স আরম্ভ করেন এবং একজন কর্মকর্তা এমএস কোর্স সম্পন্ন করেন।

ঠ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)

১. পরিচিতি ঃ

বৃটিশ রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার এর ১৯২৮ সনের সুপারিশে ১৯৩৪ সনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৩ সন থেকে ইহা স্থায়ী সরকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। ঢাকাস্থ খামারবাড়ীতে সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

প্রধান কার্যালয় ছাড়া দেশের প্রতিটি জেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একটি করে অফিস রয়েছে। জেলা পর্যায়ের অফিসগুলো ছাড়াও কাপ্তাই, পটিয়া, লামা ও রামগড় উপজেলায় এর ৪টি শাখা অফিস রয়েছে। সংস্থা প্রধান হিসেবে দায়িত্বে আছেন ১ জন পরিচালক। এ সংস্থায় রাজস্ব খাতে অনুমোদিত জনবল ৪৭৯ জন। বর্তমানে ৩৩১ জন কর্মরত আছেন। অবশিষ্ট শুন্য পদগুলো পুরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ২০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী পদোন্নতি লাভ করেন। এদের মধ্যে ২ জন প্রথম শ্রেণীভুক্ত এবং ১৮ জন তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পদে এ পদোন্নতি পান।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঃ

ক) কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমুল্য নিশ্চিত করা;

খ) বিপণন সহায়তার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির গতি ঠিক রাখা; এবং

গ) যৌক্তিক মুল্যে ভোক্তার মান সম্পন্ন কৃষি পণ্য ক্রয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিম্নে বর্ণিত কার্য সম্পাদন করে থাকে ঃ

ক) বাজার তথ্যঃ বাজার তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। এ কাজের আওতায় কৃষি পণ্যের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজার দর, সরবরাহের পরিমান, কৃষি পণ্য চলাচল, গুদামজাতকরণ, আমদানী, রপ্তানীর তথ্য সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন সংস্থায় সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালের বাজার হতে প্রায় সব ধরণের গুরুত্বপুর্ণ কৃষি

পণ্যের পাইকারী ও খুচরা দর সংগ্রহ করে দৈনিক বাজার দর বুলেটিন প্রকাশ করা হয় এবং তা রেডিও বাংলাদেশ ও জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

খ) বাজার গবেষণা ও উন্নয়ন ঃ কৃষি পণ্যের বিপণনের ওপর বিভিন্ন প্রকার গবেষণা কাজ সম্পাদন করা অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব। পণ্যের উৎপাদন খরচ, বাজারজাতকরণ খরচ ও মুল্য বিস্তৃতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর নিয়মিত গবেষণা কাজ সম্পাদন করা হয়। বিপণন চক্রের বিভিন্ন ধাপে উদ্ভুত সমস্যা সমাধান ও নিরসনকল্পে সরেজমিন জরিপ পরিচালনা করে সংশিষ্ট সংস্থাসমুহের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা হয়।

গ) উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পলিসি ঃ বাজার উন্নয়ন সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমুহ তৈরী এবং মুল্যায়ন ও বাস্তায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব। তাছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীভুক্ত প্রকল্পসমুহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, অর্থ অবমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ, উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত বাৎসরিক, ত্রৈমাসিক এবং মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি মনিটারিং করা এবং বিশ্ববাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ ও বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী খসড়া প্রণয়ন কাজে অধিদপ্তর নিয়োজিত থাকে।

ঘ) বাজার নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ ও সমন্বয় ঃ কৃষি পণ্যের বাজারসমুহের অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ বাজারে মেট্রিক পদ্ধতির ওজন বাস্তবায়ন ও মনিটরিং, কৃষি পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত বাজারকারবারীগণ কর্তৃক গৃহীত মার্কেট চার্জ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নির্ধারণ এবং সরকারী রাজস্ব আয় সংগ্রহের লক্ষ্যে কৃষি পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৬৪ সালে প্রবর্তিত এবং ১৯৮৫ সালে সংশোধিত) এর আওতায় বাজারকে প্রজ্ঞাপিত রাজস্ব হিসেবে ঘোষণা দেয়া, বাজারসমুহের আড়তদার, পাইকারী বিক্রেতা, কমিশন এজেন্ট এবং ব্রোকারদেরকে কৃষি ও পশুজাত পণ্যের লাইসেন্স প্রদান করা। বিপণন সম্প্রসারণ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অপর একটি গুরুত্বপুর্ণ কাজ।

ঙ) প্রশাসন ও অর্থ ঃ মাঠ পর্যায়ের সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদন।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

ক) উন্নয়নখাত ঃ শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্পে বর্ণিত অর্থ-বছরে মোট ৮১% বাস্তব অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ৫৯টি গুদাম এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০টি নতুন বাজার উন্নয়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি বাজারের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। তাছাড়া স্থানীয় কৃষক, ব্যবসায়ী, মহিলা উদ্যোক্তা, এনজিও প্রতিনিধি ও স্কুল শিক্ষকদের ‘‘কৃষি পণ্যের বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা’’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিডিপি প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ১০০%। আলোচ্য অর্থ-বছরে ৫টি আলু সংরক্ষণাগার স্থাপনসহ সিডিপি ফসলের বিপণনের বিষয়ে নানাবিধ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

AMII প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি হিসেবে দেশের ১০টি জেলা বাজার তথ্য সংগ্রহকে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

খ) প্রশাসনিক ঃ আলোচ্য অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কৃষি পণ্যের লাইসেন্স বাবদ প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা সরকারী রাজস্ব খাতে জমা দেয়া হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

আলোচ্য সময়ে রাজস্ব খাতভুক্ত ২০ জন কর্মকর্তা ও ১০৭ জন কর্মচারী এবং উন্নয়ন খাতের ১৩ জন কর্মকর্তা ও ১১ জন কর্মচারী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এ সময়ে ২ জন কর্মকর্তা Agri-Market Software বিষয়ক একটি স্বল্প মেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করেন।

ঠ) কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস)

১. পরিচিতি ঃ

১৯৬১ সনে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রধান কারিগরী তথ্য অফিসার দপ্তর প্রধান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে পরিচালকের পদ সৃষ্টি হয়। জন্মলগ্ন থেকেই এ সংস্থাটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বতন্ত্র সংস্থা। বর্তমানে দপ্তরটি খামারবাড়ী, ফার্মগেটে অবস্থিত।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিসের অধীন একজন প্রধান তথ্য অফিসার, একজন উপ-পরিচালক (গণযোগাযোগ) এবং আঞ্চলিক অফিস প্রধানগণ রয়েছেন। প্রধান তথ্য অফিসার এর অধীন রয়েছে তথ্য পরিকল্পনা, সম্পাদনা, প্রকাশনা, প্রশাসনিক ও হিসাব এবং প্রশিক্ষণ-প্রয়োগ, প্রকল্প প্রণয়ন শাখা। উপ-পরিচালক (গণযোগাযোগ) এর অধীন রয়েছে বেতার ও টিভি এবং চলচ্চিত্র ও প্রদর্শনী শাখা। আঞ্চলিক অফিসগুলো রয়েছে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও পাবনাতে। প্রধান কার্যালয়ের ১২১ জন এবং আঞ্চলিক অফিসসমুহের ৮৩ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীসহ এ প্রতিষ্ঠানে মোট ২০৪ টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। বর্তমানে কর্মরত মোট জনবল ১৭৯ জন।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

কৃষি তথ্য সার্ভিস- এর মুল কাজ হলো মিডিয়ার মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা। কৃষি গবেষণালব্ধ আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়া।

৪. সংস্থার কর্ম পরিধি ঃ

কৃষি তথ্য সার্ভিস- এর মুল কাজ হলো কৃষি বিষয়ক তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা। বিগত ১৯৬১ সন থেকে কৃষি গবেষণালব্ধ আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় কৃষকদের কাজে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে আসছে কৃষি তথ্য সার্ভিস। এ কাজটি কৃষি তথ্য সার্ভিস দু'টি ধারায় করে থাকে, এর একটি হলো প্রিন্ট মিডিয়া এবং অন্যটি ইলেকট্রনিক মিডিয়া।

ক) প্রিন্ট মিডিয়া ঃ

নিয়মিত প্রকাশনা ঃ মাসিক কৃষিকথা, সম্প্রসারণ বার্তা, কৃষি ডাইরি ও কৃষি ক্যালেন্ডার।

অনিয়মিত প্রকাশনা ঃ ফোল্ডার, লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার এবং কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিজ্ঞাপন।

খ) ইলেকট্রনিক মিডিয়া ঃ

বাংলাদেশ বেতারে কৃষি কার্যক্রম ঃ জাতীয় অনুষ্ঠান (প্রতিদিন), আঞ্চলিক অনুষ্ঠান (১০ টি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত), প্রভাতী অনুষ্ঠান, সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম (মাটি ও মানুষ) অনুষ্ঠান ঃ প্রতি সপ্তাহে প্রচারিত মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে এ সংস্থা।

অন্যান্য ঃ কৃষি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি, ভিডিও স্পট তৈরি, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, প্রেস রিলিজ, পেপার ক্লিপিং, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে জাতীয় ফল বৃক্ষ রোপণ-এর প্রচারণা, বিশ্ব খাদ্য দিবস এর প্রচারণা, জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান- এর প্রচারণা, কৃষি মেলা সংক্রান্ত প্রচারণা।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

ক) উন্নয়নমুলক ঃ ২০০২-২০০৩ সন পর্যন্ত কৃষি তথ্য সার্ভিস শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৩%। ১৯৯৯-২০০৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন নির্ধারিত এ প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২০.০০ লাখ। এটি একটি জিওবি প্রকল্প।

খ) প্রশাসনিক ঃ কৃষি তথ্য সার্ভিস শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অধীন রাজশাহী, কুমিল্লা, বরিশাল ও রাঙ্গামাটিতে নতুন অফিস স্থাপন। সংস্থার প্রধান প্রকাশনা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের একটি বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

মাসিক কৃষি কথা -	৩০,০০০ কপি
মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা-	১,০০০ ”
কৃষি ডাইরি -	৬,০০০ ”
কৃষি ক্যালেন্ডার -	৫,০০০ ”
অন্যান্য প্রকাশনা -	৫,৫৮,০০০ ”
প্রামাণ্য প্রকাশনা-	৮৬৪ টি প্রদর্শনী
টিভি কিলার/ স্পট তৈরি-	৩টি
প্রশিক্ষণ আয়োজন -	১১টি (৩৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী)

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

২০০২-২০০৩ সালে ৪ জন কর্মকর্তা বিপিএটিসিতে অনুষ্ঠিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। ২ জন কর্মচারী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং ১ জন কর্মচারী ফটোজার্নালিজম বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। মাত্র একজন কর্মকর্তা একদিনের একটি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন। একজন কর্মকর্তা একটি স্টাডি মিটিং এ অংশগ্রহণের জন্য বিদেশ গমন করেন।

ড) তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি)

১. পরিচিতি ঃ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৪.১২.৭২ ইং তারিখের রিজলিউশন নং-III/কটন-৮/৭২-৩৯৩ মোতাবেক তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। ইহা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান কার্যালয় খামারবাড়ি, ঢাকায়। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড আই, পি, এম কটন ইন এশিয়া শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে ই ই উ/এফএও এর সাথে জড়িত।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সংস্থা প্রধানের পদবী নির্বাহী পরিচালক। রাজস্ব খাতে অনুমোদিত জনবল ৮০৮ জন এবং উন্নয়ন খাতে ১২৮ জন। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের রাজস্ব খাতের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডে রাজস্ব খাতে ৭৩৮ জন এবং উন্নয়ন খাতে ৮৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত ছিল।

এ সময়ে উন্নয়ন খাতে ৩০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী নব-নিয়োগ লাভ করে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, মার্কেটিং ও জিনিং এবং তুলা চাষীদের উপকরণ সরবরাহের জন্য বিভাগীয় ঋণ বিতরণ।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মপরিধি দেশের ৩৫টি জেলায় বিস্তৃত। অত্র বোর্ডের অধীনে ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ১৩টি জোনাল কার্যালয় এবং ১৯৮টি ইউনিট কার্যালয়ের মাধ্যমে ৩২টি জেলায় আমেরিকান তুলা চাষ কর্মকান্ড ও ৩টি পার্বত্য জেলায় পাহাড়ী তুলাচাষ (কুমিল্লা তুলা) সম্প্রসারণ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমেরিকান তুলার গবেষণা কর্মকান্ড ৪টি গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং পাহাড়ী তুলার গবেষণা কর্মকান্ড ১টি গবেষণা কেন্দ্র ও ৩টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের বিবরণ ঃ
২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

খ) গবেষণা ক্ষেত্রে ঃ
২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে তুলার হেক্টরপ্রতি ফলন বৃদ্ধি এবং চাষীদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তুলাচাষের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য মোট ৩৫টি গবেষণা/ট্রায়াল পরিচালনা করা হয়েছে। উন্নত জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ভিয়েতনাম

থেকে ৩টি এবং কিরগীজস্থান থেকে ৪টি নতুন জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে- যা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ৫টি খামারে পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন আছে। এ বছর বিসি-০৩৯৭ নামক লাইনটি সিবি-১০ নামের জাত হিসেবে আবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, তুলার আন্তঃ ফসল, শস্য বিন্যাস, ক্ষতিকারক পোকা মাকড়, রোগ-বালাই ও মৃত্তিকা উর্বরতা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

খ) সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে ঃ

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ ১৩টি জোনে মোট ৪৭,৬০০ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ৭৮,৭০০ বেল আঁশতুলা উৎপাদন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসুচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬০ মেট্রিক টন তুলাবীজ বিতরণ করা হয়েছে। চাষীদেরকে তুলাচাষে উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৫৬০ জন তুলাচাষীকে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের খামারে এবং ১৩,০৫০ জন তুলাচাষীকে ইউনিট পর্যায়ে একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তুলাচাষীদেরকে উন্নত প্রযুক্তি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের জন্য মোট ৬৬৪টি প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, ৩টি পার্বত্য জেলায় তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সম্প্রসারণকর্মীদের তত্ত্বাবধানে ৬৪ হেক্টর জমিতে পাহাড়ী তুলাচাষের জন্য বিনামুল্যে বীজ সরবরাহ করা হয়েছে।

গ) বীজ উৎপাদন ক্ষেত্রে ঃ

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের খামারসমুহে ২ মেঃ টন মৌলবীজ, ৩৬ মেঃ টন ভিত্তিবীজ এবং চুক্তিবদ্ধ/আদর্শ চাষীদের মাধ্যমে ১৫২ মেঃ টন প্রত্যায়িত/মান সম্পন্ন বীজসহ মোট ১৯০ মেঃ টন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। উক্ত বীজ ২০০৩-২০০৪ মৌসুমে চাষীদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে ৪০ জন কর্মকর্তা এবং ৪৩২ জন কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে ‘তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা ও সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের মানোন্নয়ন প্রশিক্ষণ’ (৩৩ জন) এবং কর্মচারীদের জন্য ‘আধুনিক তুলাচাষ সম্প্রসারণ প্রযুক্তি হস্তান্তর’ (২৭৬ জন), ‘পাহাড়ী তুলাচাষ সম্প্রসারণ ও গবেষণা কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ’ (৪৮ জন), ‘গবেষণা কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তুলা উৎপাদন ও গবেষণা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ’ (৩০ জন), ‘বীজতুলা জিনিং, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বীজ বিতরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ’ (৪৪ জন) এবং কম্পিউটার বিষয়ে ৪ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া ‘প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ’ কর্মসুচীর আওতায় ৩ জন কর্মকর্তা এবং ৩০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষিত করা হয়।

আলোচ্য সময়ে ২ জন কর্মকর্তা স্বল্প মেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণে এবং ৫ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক ওয়ার্কশপ, সেমিনার, / স্টাডি ট্যুর ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেন।

ঢ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ)

১. পরিচিতি ঃ

১৯৭৪ ইং সালে গাজীপুরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংক এর অথায়নে এ সংস্থাটি চলত। বর্তমানে আরো আন্তর্জাতিক সংস্থা (Danish International Development Assistance (DANIDA), International Seed Testing Association (ISTA), Asian Pacific Seed Association (APSA) সম্পৃক্ত হয়েছে এই সংস্থার কার্যক্রমের সাথে।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

পরিচালক সংস্থার প্রধান। তার অধীনে ৩টি কারিগরী উইং যথা- ১) মাঠ পরিদর্শণ উইং ২) বীজ পরীক্ষণ উইং ৩) জাত পরীক্ষণ উইং ও ১টি সাপোর্ট সার্ভিস উইং রয়েছে। মুখ্য বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা (অতিরিক্ত পরিচালক পদ মর্যাদার) পরিচালককে সহায়তা করেন। সংস্থায় ৫৫টি প্রথম শ্রেণীর , ১টি ২য় শ্রেণীর, ৩টি ৩য় শ্রেণীর ও ৮৮ টি ৪র্থ শ্রেণীর পদ রয়েছে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

সরকারী, বেসরকারী, এনজিও ও কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত এবং বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বীজের মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করাই সংস্থার কর্মকান্ডের প্রধান লক্ষ্য।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর দেশের ৪ (চার)টি প্রশাসনিক বিভাগে ৪টি আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিস, ৩০ (ত্রিশ)টি জেলায় ৩০টি বহিরাংগন অফিস এবং ১টি জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার (গাজীপুরে) ও ১টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষারগার (ঈশ্বরদীতে) এর মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে সংস্থার কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থার কর্মপরিধি নিম্নরূপ ঃ

- সরকারী, বেসরকারী, এনজিও ও কৃষক পর্যায়ে বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন ও বীজ প্রত্যয়ন ;
- সরকারী, বেসরকারী, এনজিও ও কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ ফসলের বীজ পরীক্ষা ; এবং
- প্রার্থীত জাতের ডিইউএস টেস্ট এবং নমুনার প্রি,পোস্ট ও গ্রো-আউট টেস্ট সম্পন্নকরণ।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

১) সরকারী পর্যায়ের ধান বীজ (মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর) ফসলের মোট ৭৭৯.৯৬ হেক্টর প্রত্যয়ণ করা হয়েছে এবং বেসরকারী পর্যায়ের ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর মোট ৩১১.৭৭ হেক্টর প্রত্যয়ণ করা হয়েছে

২) সরকারী পর্যায়ের গম বীজ (মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর) ফসলের ৯৫০.৩৬ হেক্টর প্রত্যয়ণ করা হয়েছে এবং বেসরকারী পর্যায়ের গম বীজ (ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর) ফসলের ২.৫৫ হেক্টর প্রত্যয়ণ করা হয়েছে।

৩) সরকারী পর্যায়ের আলু বীজ (মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর) ফসলের ১৪২.৮৫ হেক্টর প্রত্যয়ণ করা হয়েছে এবং বেসরকারী পর্যায়ের আলু বীজ (ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর) ফসলের ১৩১.১৫ হেক্টর প্রত্যয়ণ করা হয়েছে ।

৪) সরকারী পর্যায়ের পাট বীজ (মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর) ফসলের ৯৩১.৩৪ হেক্টর প্রত্যয়ণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বীজ ফসলের বীজ পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের ধান বীজ (আউশ, আমন ও বোরো) ফসলের ২,৩৮০ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মোট বীজের পরিমান ২,৩৫৬ টন।
- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের গম বীজ ফসলের ১,৭৭০ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মোট বীজের পরিমান ২,৩৪২ টন।
- সরকারী পর্যায়ের ক্যরিওভারসহ পাট বীজ ফসলের ২১৮ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মোট বীজের পরিমান ৭২২ টন ।
- বেসরকারী পর্যায়ের আমদানীকৃত ধান, পাট ও শাক-সবজিসহ অন্যান্য বীজ ফসলের ১৭৫ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ।
- রেফারী নমুনা পরীক্ষা (মটর ও ট্রাইফলিয়াম) নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে যা ISTA কর্তৃক প্রেরিত।

জাত পরীক্ষার সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

১) পাটের ৩টি প্রার্থীত জাতের DUS-Testঃ ও ৩১টি নমুনার প্রি,পোস্ট ও গ্রো-আউট টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে।

২) ধানের ৭টি প্রার্থীত জাতের ডি ইউ এস টেস্ট ও ২৫৮ টি নমুনার প্রি,পোস্ট ও গ্রো-আউট টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩)আলুর ২টি প্রার্থীত জাতের ডি ইউ এস টেস্ট ও ৪২ টি নমুনার প্রি,পোস্ট ও গ্রো-আউট টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪)গমের ৭টি প্রার্থীত জাতের ডি ইউ এস টেস্ট ও ১০২টি নমুনার প্রি,পোস্ট ও গ্রো-আউট টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫) বোরো ধানের ২টি প্রার্থীত জাতের ডি ইউ এস টেস্ট সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে ২ জন কর্মকর্তা স্বল্পমেয়াদী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহণ করেন। ৭ জন কর্মকর্তা ''সরকারী পর্যায়ে বীজ শিল্প উন্নয়ন'' বিষয়ক এবং ২ জন কর্মকর্তা ''বেসরকারী পর্যায়ে বীজ শিল্প উন্নয়ন'' বিষয়ক অভ্যন্তরীণ কর্মশালায় অংশ নেন। এছাড়া বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী ও এসআইডি প্রকল্পের সহায়তায় গমের প্রি,পোস্ট কন্ট্রোল টেস্ট এবং ডি ইউ এস টেস্ট সম্পর্কিত মাঠ দিবস পালিত হয়। সেখানে সংস্থার কর্মকর্তাসহ ৪৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ত) বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড (বাফমাউব)

১. পরিচিতি ঃ

বাফমাউব ১৯৬৮ সনে ফলিত পুষ্টি প্রকল্প হিসেবে এর কাজ ঢাকার অদুরে জুরাইনে শুরু করে। শুরু থেকেই কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়। ১৯৭৯ সনে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান- BARTAN) করা হয়। ১৯৯১ সনে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় জুরাইন থেকে ঢাকাস্থ খামারবাড়ীতে স্থানান্তর করা হয় এবং স্থান সংকুলান না হওয়ায় তা ২০০০ সনে বিএডিসি'র সেচ ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩০/১২/২০০১ তারিখে এক রেজুলেশানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড (বাফমাউব) করা হয়। বর্তমানে খাদ্য ও পুষ্টি পরিকল্পনা বিষয়ে আন্তর্জতিক ও জাতীয় প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নকল্পে রিজিওনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন ফুড এন্ড নিউট্রিশন প্লানিং, ফিলিপিন্স এবং এফ.এ.ও' র সাথে বোর্ডের সম্পৃক্ততা আছে।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

বাফমাউব এ কর্মরত জনবলের সংখ্যা ৩৬। এর মধ্যে ৮ জন প্রথম শ্রেণী, ৮ জন ২য় শ্রেণী, ১৪ জন ৩য় শ্রেণী এবং ৬ জন ৪র্থ শ্রেণীভুক্ত। কর্মরত জনবল রাজস্বখাতভুক্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- দেশে খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যা নিরসনে প্রণীত নীতি ও কর্মসুচী সুষ্ঠু বাস্তবায়নে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা।
- বিভিন্ন কলা কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি বিশেষ করে খাদ্য শস্যের পুষ্টিমান, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, পুষ্টির অপচয় রোধকল্পে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে রন্ধন প্রণালী, খাদ্য শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- আইসিএন এর নিয়ম অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রমে পুষ্টি অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

ক) ফলিত পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং কর্মশালার আয়োজন করা ;

খ) কৃষি মেলার আয়োজন এবং বিশ্বখাদ্য দিবস ও পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন ;

গ) বিভিন্ন গণমাধ্যমের রোগীর পথ্য রন্ধন ও সংরক্ষণ এবং সুষম খাদ্য, পুষ্টি সম্পন্ন খাদ্য, শিশুর বাড়তি খাদ্য

ইত্যাদি সম্পর্কে দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ ;

ঘ) সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে, আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত যৌথ উদ্যোগে ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কারিগরী প্রকল্প বাস্তবায়ন ;

ঙ) ন্যাশনাল ফুড ব্যালান্স সীট প্রণয়ন ;

চ) নিউট্রিশন ম্যাপিং বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ঃ

- দক্ষিণ পুর্ব এশিয়া আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের আওতায় বিভাগীয় পর্যায়ে (৩টি বিভাগেঃ ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম) নিউট্রিশন এডভোকেসী সভার আয়োজন করা হয়। তিনটি কর্মশালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এনজিও'র বিভাগীয় পর্যায়ের মোট ৬৮ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন। এসব কর্মশালায় দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নীতি, কৃষি নীতিসহ বিভিন্ন নীতি ও কর্মসুচী বিষয়ে আলোচনা হয় এবং প্রতিটি উন্নয়ন কার্যক্রমে পুষ্টি বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির জোর প্রচেষ্টা গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়।
- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সহায়তায় দেশে ফুড কম্পজিশন (বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান) নিরূপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারলে প্রধান প্রধান খাদ্য সামগ্রীর পুষ্টিমান নিরূপন সম্ভব হবে এবং দেশে দ্রুত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য অধিক পুষ্টিমান খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন ও গ্রহণ সহজতর হবে।
- এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক অফ ফুড এ্যান্ড নিউট্রিশন (ANRN) এফএও'র সাথে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার ফলে আঞ্চলিক পর্যায়ে Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping System (FIVIMS) সংক্রান্ত আমব্রেলা প্রজেক্ট এবং তার আওতায় দেশে FIVIMS সংক্রন্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে নিউট্রিশন ডাটা ব্যাংক স্থাপন সম্ভব হবে এবং দেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

খ. অন্যান্য প্রাসংগিক কার্যক্রম।

- ইন্টিগ্রেটেড হরটিকালচার এন্ড নিউট্রিশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর ট্রেনিং কম্পোনেন্ট বাফমাউব কর্তৃক বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

আলোচ্য সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ত) হরটেক্স ফাউন্ডেশন

১. পরিচিতি ঃ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডিসেম্বর ১৮, ১৯৯৩ ইং তারিখে জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে কোম্পানি আইন ১৯১৩ মোতাবেক অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত। এর বর্তমান অফিসঃ সেচভবন, ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা। জুন, ১৯৯৬ হতে ২০০৩ সালের মার্চ পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত হয়। বর্তমানে অন্তবর্তীকালীন সময় হিসেবে নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে।

২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

১৫সদস্য বিশিষ্ট সংস্থার জেনারেল বডি এবং ৭ সদস্য বিশিষ্ট গভার্নিং বডি রয়েছে। একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টরসহ সংস্থার নিজস্ব কাঠামোতে এপ্রিল/০৩ থেকে ২৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী রয়েছে।

উন্নয়ন খাতের অধীন মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ২৮ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত ছিল। ২০০২-২০০৩ বছরে ২ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা উন্নয়ন খাতের অধীনে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

উচ্চ মুল্যের উদ্যান ফসলের বহুমুখী রপ্তানির (মুল বাজারে) মাধ্যমে দেশের জন্য অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জণ, বিদেশের বাজারে বাংলাদেশী উদ্যান ফসলের ভাবমুর্তি প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্য বেকারত্ব, বিশেষ করে মহিলা বেকারত্ব দুরীকরণ এবং গ্রাম্য দারিদ্র বিমোচন।

উদ্যান ফসল উৎপাদন কৌশল উন্নীতকরণ, উন্নত বীজ ও অন্যান্য সহায়ক উৎপাদন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি, ফসল কর্তন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনা, প্যাকেজিং উন্নয়ন, পণ্য পরিবহন এবং রপ্তানী উদ্বৃত্ত পণ্যের স্থানীয় বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

উদ্যান ফসল বিপণন ব্যবস্থা, পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন, প্যাকেজিং উৎকর্ষ আনয়ন, পণ্য বহুমুখীনতা ও পণ্য বিপণন নিশ্চিতকরণ, মুল রপ্তানী বাজারে অপ্রচলিত উদ্যান ফসলের বিপণনে সহায়তা, ফ্রোজেন ভেজিটেবল এবং অর্ণামেন্টাল প্লান্টের রপ্তানী সহযোগিতা, ফুল ও অর্কিড রপ্তানী ও উৎপাদন কার্যক্রমে সহযোগিতা, অর্গানিক ফার্মিং এ কার্যকরী সহায়তা, উন্নত রপ্তানীর মাধ্যমে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠাকরণে সহায়তা এবং পণ্যের উন্নতমান নিশ্চিতকরণ ও সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থার সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান।

৪. সংস্থার কর্মপরিধি ঃ

রপ্তানীমুখী আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উদ্যান ফসল উৎপাদন, উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান।

৫. ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড ঃ

হর্টেক্স কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প ASIRP-HC(IDA Credit#3284 BD) এর অধীনে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত (সমাপ্তিকাল) ৩৮৯ মেট্রিক টন উচ্চ মুল্যের উদ্যান ফসল ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও দঃ পুঃ এশিয়ার মুল রপ্তানী বাজারে রপ্তানী হয়েছে, যা এই বছরের রপ্তানী লক্ষ্য মাত্রার ১৪৪%। উল্লেখযোগ্য রপ্তানী পণ্যের মধ্যে ছিল ফ্রেন্সবীন, কাঁচামরিচ, করল্লা, বরবটী, ঢ্যাঁড়স প্রভৃতি। এসময়কালে ৩৫ হেক্টর জমিতে ৯৬৫জন চুক্তিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এই সমস্ত পণ্যের রপ্তানী উৎপাদনে সহায়ক ভুমিকা রেখেছে। ফলে উৎপাদন পর্যায়ে ৯,৫০০ এবং প্যাকহাউজ পর্যায়ে ৮০০০ কর্ম দিবসের কর্ম সংস্থান হয়েছে। এছাড়া এ সময়ে ১টি প্রায়োগিক গবেষণা (ফ্রেন্সবীন) পরিচালিত হয়েছে এবং ১টি একক বাণিজ্য মেলায় (বৈদেশিক) ৩জন ও ৫টি ট্রেনিং/ সেমিনার (অভ্যন্তরীণ) ২২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। পণ্য বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়ায় এই সময়ে ১০০ অর্ণামেন্টাল প্লান্ট প্রকল্পাধীনে নেদারল্যান্ডে রপ্তানী হয়েছে এবং ফুল, বিশেষ করে অর্কিড ফুল ও হিমায়িত সব্জী রপ্তানীর উদ্দেশ্যে উন্নয়ন করা হয়েছে ও নমুনা হিসেবে রপ্তানী হয়েছে।

উল্লেখিত অর্থ বছরের ৯ মাস প্রকল্প মেয়াদে (জুলাই ২০০২-মার্চ ২০০৩) অনুমোদিত বিদেশী পরামর্শকের ১৫.৫ জনমাসের বিপরীতে ১৪.৫ জনমাস ব্যয়, স্থানীয় পরামর্শকের ২২ জনমাসের বিপরীতে ২০.৫ জনমাস ব্যয় এবং প্রকল্পের জনবলের ২৭৫ জনমাসের বিপরীতে ১৯৯.৫ জনমাস ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে ক্রয়ের লক্ষ্যে অনুমোদিত ৮২,৫১৫টি প্যাকেজিং বক্স এর বিপরীতে ৪৫,১০০টি বক্স ক্রয় করা হয়েছে যার অনুমোদিত মুল্য ১৯.৪২ লক্ষ টাকা এর বিপরীতে ১৬.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা অনুপাতিক হারে ৮১.৮৯%। স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ খাতে অনুমোদিত ২৬৮ জনের বিপরীতে ৩৫৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা ১৩৩.২১%। উল্লিখিত সময়ে অর্থনৈতিক সাফল্য ৭০.৯৬%।

হর্টেক্স কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প ASIRP-HC(IDA Credit#3284 BD) মার্চ ৩১, ২০০৩ এ সমাপ্ত হওয়ার পরে বর্তমানে নিজস্ব অর্থায়নে সীমিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে বিধায় এর উন্নয়নমুলক কার্যক্রমের গতিধারাও বর্তমানে সীমিত হয়ে পড়েছে।

আলোচ্য সময়ে ASIRP প্রকল্পের একটি গুরুত্বপুর্ণ Component হিসেবে হরটেক্স ফাউন্ডেশন ৩ কোটি টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২ কোটি ১৬ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার প্রকল্প সাহায্যসহ ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ব্যয় করেছে।

১. মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

উন্নয়ন খাতের একজন কর্মকর্তা রপ্তানী উন্নয়ন বুরো/ আইডিএ এর অর্থায়নে বিদেশে একটি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহন করেন।

কৃষি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

বর্তমান সরকার কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- ফলন বৃদ্ধি ও শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা ;
- উফশী ও হাই-ব্রিড বীজসহ উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং বেসরকারী খাতে বীজ শিল্পের বিকাশ সাধনে সহায়তা করা ;
- সমন্বিত খামার সৃজন এবং বায়ো-ফার্টিলাইজার ও জৈবসার ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহ প্রদান ;
- কৃষি-পণ্য প্রক্রিয়াকরণসহ কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ;
- ভু-পরিস্থ পানির প্রাধিকার ভিত্তিক ব্যবহার এবং ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ;
- কীটনাশক ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমগ্র দেশে সম্প্রসারণ ;
- স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয়করণ ;
- মহিলাসহ প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যয়-সাশ্রয়ী লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ ;
- কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সক্রিয় সংযোগ সাধন এবং বেসরকারী ও এনজিওদের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের টেকসই কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ;
- শস্য সংরক্ষণ ও সুবিধা বৃদ্ধিসহ কৃষি বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন ;
- লাভজনক উপায়ে শস্য উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কৃষি জমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষিতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ;
- কৃষি ও অ-কৃষি কাজে কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি এবং
- কৃষি তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।